ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-172 ■ 23 March, 2026 ■ আগরতলা ২৩ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ৮ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পশ্চিম-এশিয়ার পরিস্থিতি

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ।। পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার প্রেক্ষিতে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রবিবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বৈঠকে পেট্রোলিয়াম, অপরিশোধিত তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার খাতের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। মূল লক্ষ্য ছিলদেশজুড়ে জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখা, লজিস্টিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা এবং বিতরণ প্রক্রিয়া আরও মসৃণ করা, যাতে প্রয়োজনীয় পরিষেবায় কোনও বিঘ্ন না ঘটে।

সরকারি আধিকারিকরা প্রধানমন্ত্রীকে জ্বালানির বর্তমান মজুত এবং সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার মধ্যেও কীভাবে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে, সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সূত্রের খবর, বৈশ্বিক পরিস্থিতির উপর নজর রেখে আগাম পদক্ষেপ নিচ্ছে কেন্দ্র, যাতে সাধারণ মানুষ ও শিল্পক্ষেত্র কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হয়। পর্যাপ্ত মজুত বজায় রাখা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের কারণে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে স্ট্রেইট অব হরমুজ-এ সম্ভাব্য বিঘ্ন নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছেলের বাইক থেকে পড়ে মায়ের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর। মতিনগর এলাকার ছেলের বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন এবং পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো রবিবার সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ ছেলের বাইকে চড়ে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে যাচ্ছিলেন অনিতা ঘোষ। ফুলতলী বাজার এলাকায় হঠাৎই বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান তিনি। গুরুতর জখম অবস্থায় দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নিচিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার বাড়ি পাণ্ডবপুর এলাকায়। এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কর্তব্যে গাফিলতি ও আদালতের নির্দেশ অমান্য

শিলাছড়ির ওসিকে সাময়িক বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী অমান্য করার দায়ে শিলাছড়ি থানার ওসি ইন্সপেক্টর লক্ষবীর জমাতিয়াকে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া দুই ব্যক্তিকে অপহরণের ঘটনার জেরে উর্ধতন মহল ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে। ওই মামলার তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ায় গাফিলতির অভিযোগ ওঠে ওসির বিরুদ্ধে। অপহরণ মামলায় অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করার সময় সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত গাইডলাইন অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট চেকলিস্ট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু লক্ষ্যবীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবসর প্রাপ্ত টিএসআর জওয়ান পঃবঙ্গের বিজেপি প্রার্থী

কলকাতা/আগরতলা, ২২ মার্চ (আইএএনএস)।। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এর এক অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান এবার সক্রিয়ভাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ময়দানে নামলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক জীবন থেকে সরাসরি রাজনীতির চ্যালেঞ্জিং অঙ্গনে এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

টিএসআরের প্রাক্তন রাইফেলম্যান (জেনারেল ডিউটি) তারক সাহা ২০১৯ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এবার তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর (তপশিলি জাতি সংরক্ষিত) কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। স্বরূপনগর দীর্ঘদিন ধরে শাসক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভারতীয় হাইকমিশনের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ২২ মার্চ।। প্রণয় ভার্মা, বাংলাদেশের নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার, রবিবার ঢাকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমান-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশন এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ জানিয়েছে, "হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারিক রহমানের সঙ্গে উষ্ণ ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।"

উল্লেখ্য, মুসলিমদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর শনিবার দেশজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর নয়াদিল্লিতে ভারতের নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

অন্যদিকে, চলতি মাসের শুরুতে প্রণয় ভার্মা তারিক রহমান নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) সরকারের একাধিক মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকগুলিতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

ভারতীয় হাইকমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর উপনির্বাচনে দলের সাংগঠনিক বৈঠকে

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকে নির্বাচনী প্রচারে তুলে ধরতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ মার্চ ।। ত্রিপুরার ৫৬ নং ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রবিবার ধর্মনগরে ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফেসর মানিক সাহা। এছাড়াও মন্ত্রী ও বিধায়কেরা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ৫৬ ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণের পর এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিজেপির পক্ষ থেকে জহর চক্রবর্তীকে প্রার্থী করা হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরে কংগ্রেসের প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য এবং সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী অমিতাভ দত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিটি নির্বাচনকেই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখে। তিনি জানান, দলের পক্ষ থেকে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচার চালানো হবে। এছাড়াও তিনি দলের সকল কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, প্রার্থী জহর চক্রবর্তীকে আগের চেয়ে আরও বেশি ভোটে জয়ী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য।

আগামী ৯ এপ্রিল ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা তুঙ্গে।

কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীকে পৃথক নয় একটি আইনেই পরিচালনায় বিল আনছে কেন্দ্র

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ।। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রথম সারির বাহিনীগুলির কার্যপ্রণালী, নিয়োগ ও পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়কে এক ছাতার তলায় আনতে সংসদে একটি সমন্বিত 'আমব্রেলা বিল' আনতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। এই প্রস্তাবিত আইনের লক্ষ্য হল কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী-এর ক্ষেত্রে একরূপতা ও আইনি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

বর্তমানে বিভিন্ন পৃথক আইনের মাধ্যমে পরিচালিত এই বাহিনী যারা সীমান্ত সুরক্ষা, সন্ত্রাস দমন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে, তাঁদের জন্য একটি অভিন্ন কাঠামো গড়ে তোলাই এই বিলের মূল উদ্দেশ্য। দীর্ঘদিনের আইনি বিচ্ছিন্নতা ও অসঙ্গতি দূর করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

প্রস্তাবিত আইনে নিয়োগ, ডেপুটেশন, পদোন্নতি এবং পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করা হবে। বিশেষ করে গ্রুপ 'এ' জেনারেল ডিউটি অফিসারদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, এই বাহিনী কঠোর কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে কাজ করে, যা তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই গাড়ির সংঘর্ষে নিহত বৃদ্ধা, আহত ৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধার। আজ সিপাহিজলা জেলার নৌকাঘাট এলাকায় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত অন্তত ৯ জন। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দ্রুতগতিতে আসা দুটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে অপরের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়ি দু'টি। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন বেশ কয়েকজন যাত্রী। আহতদের দ্রুত উদ্ধার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনে ত্রিপাক্ষিক জোটে লড়াই করবে কংগ্রেস ঃ আশীস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ত্রিপক্ষীয় জোট গড়ে নির্বাচনে লড়াই করবে কংগ্রেস। এই জোটে কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছে টিপিপি এবং গণমঞ্চ ।। পাশাপাশি, ভোটারদের উদ্দেশ্যে ভয়মুক্ত পরিবেশে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, নির্বাচন ঘোষণার আগেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসিতে কংগ্রেসকে একবার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। আদর্শগতভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দল হওয়া সত্ত্বেও দু'টি দলই এখন সুযোগসন্ধানী ও জনগণবিরোধী আঁতাতে লিপ্ত। তাই এডিসিতে একবার কংগ্রেসকে সুযোগ দেওয়ার আহবান জানালেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রোমান হরফ চালু করা, গ্রেটার তিপরাল্যান্ড গঠন সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি বিজেপি না মানলেও তিপরা মথা তাদের সঙ্গেই সমঝোতায় আগ্রহী। এটি নীতিহীনতার স্পষ্ট উদাহরণ।

তাঁর অভিযোগ, ২৮টি আসনকে সামনে রেখে দুই দলের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে। তারপর এই আঁতাত প্রক্রিয়া চলেছে। এসবই প্রমাণ করে যে এটি কেবলমাত্র স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি।

এডিসি প্রশাসনকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে আরও লুটপাটের উদ্দেশ্যেই এই জোট গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি কংগ্রেসের ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, আদিবাসীদের স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) উপহার দিয়েছে কংগ্রেসই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আসন সংখ্যা ১৭ থেকে ২০-এ বৃদ্ধি, বনাধিকার আইন কার্যকর করাএসবই কংগ্রেস সরকারের অবদান বলে দাবি করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, সিপিআইএম, বিজেপি বা তিপরা মথার মতো আর্থিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদ্যোতের ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা

এডিসি নির্বাচনে বিজেপি ও মথা জোট অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। এডিসি নির্বাচনে বিজেপি ও তিপরা মথার মধ্যে জোট সম্ভবত অনিশ্চিত। আজ প্রদ্যোতের ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তায় এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল। ফলে, ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে রাজ্যের শাসক জোট দলের মধ্যেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখবে রাজ্যবাসী।

সূত্রের খবর, আজ ওড়িশা-তে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে এডিসি নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি নিয়ে প্রদ্যোতের বৈঠক হয়েছে। বিজেপি সমানভাগে আসন ভাগাভাগি করে নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য তিপরা মথার সুপ্রিমো-কে প্রস্তাব দিয়েছে। এক্ষেত্রে বিজেপি ১৪ এবং তিপরা মথা ১৪টি আসনে লড়াই করবে, পদ্ম শিবির এমনটাই চাইছে। তবে, বিজেপির প্রস্তাবে এখনই সাড়া দেননি প্রদ্যোত। বরং সামাজিক মাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন তিনি।

প্রদ্যোত আজ সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, আমার নিরবতা দুর্বলতা নয়। আমি আমার জনগণের স্বার্থে আপোষ করবো না। তাঁর এই বার্তায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন দেখা দিয়েছে। কারণ, সরাসরি কিছু বললেও, তাঁর এই বার্তার তাতর্য অনেক গভীর, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। সম্প্রতি তিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা ৩৬০ ডিগ্রি পাল্টি খেয়ে এডিসি নির্বাচনে বিজেপির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ২৩ মার্চ,২০২৬ইং
৮ চৈত্র, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জ্বালানি আশঙ্কা নিয়া বৈঠক

পশ্চিম এশিয়ায় (মধ্যপ্রাচ্য) চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্বজুড়িয়া জ্বালানি সংকটের যে আশঙ্কা তৈরি হইয়াছে, তাহা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি উচ্চপর্যায়ের জরুরি বৈঠক করিয়াছেন।

মূলত দেশের বাজারে তেল, গ্যাস এবং সারের জোগান স্বাভাবিক রাখিতে এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখাই ছিল এই বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী দেশের বর্তমান অশোধিত তেল এবং এলপিজি মজুতের পরিমাণ খতিয়ে দেখিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের ফলে ''হরমুজ প্রণালী'' দিয়া সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার যে ঝুঁকি তৈরি হইয়াছে, তাহা নিয়া আলোচনা হইয়াছে।মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরতা কমাইয়া আমেরিকা বা অন্যান্য দেশ থেকে গ্যাস ও তেল আমদানির ওপর জোর দেওয়া হইতেছে। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ১৬, ৭১৪ মেট্রিক টন এলপিজি নিয়া একটি জাহাজ ভারতে পৌঁছিয়াছে।

রাজ্যগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে কেউ তেল বা গ্যাস মজুত করিয়া কৃত্রিম সংকট তৈরি করিতে না পারে। প্রয়োজনে পেট্রোল পাম্প ও গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্টে সারপ্রাইজ ভিজিট করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। চাষিদের যাতে সারের অভাব না হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাহাতে গ্যাসের টান না পড়ে, সেদিকে কড়া নজর রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর জরুরি বৈঠক ও জোগানের হিসাব

প্রধানমন্ত্রী মোদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর মতো শীর্ষ মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন যে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও যাহাতে দেশে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে, তাহা নিশ্চিত করিতে

হইবে। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার কারণে আমদানিতে বিঘ্ন ঘটিলে বিকল্প কোন কোন দেশ থেকে জ্বালানি আনা যায়, তাহার পরিকল্পনা খতিয়ে দেখা হইয়াছে।

বর্তমানে দেশে কতদিনের জ্বালানি মজুত আছে এবং লজিস্টিক পরিকাঠামো কতটা প্রস্তুত, প্রধানমন্ত্রী তাহার বিশদ হিসাব নিয়াছেন।পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হইতেছে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের প্রায় ২০ু তেল ও গ্যাস এই পথ দিয়াই পরিবাহিত হয়। ভারত তাহার প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের বড় অংশ এই অঞ্চলের দেশগুলো থেকে আমদানি করে, তাই এই পথ বন্ধ হওয়া বা বিঘ্নিত হওয়া ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়িলেও ভারতের বড় শহরগুলোতে তেলের দাম এখনও মোটের ওপর স্থিতিশীল রাখা হইয়াছে। তবে প্রিমিয়াম পেট্রোলের দাম কিছুটা বাড়িয়াছে।

রান্নার গ্যাসের জোগান স্বাভাবিক রাখিতে কেন্দ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতেছে। গুজব ও কালোবাজারি রুখিতে বিভিন্ন রাজ্যে তল্লাশি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষকে এলপিজির ওপর নির্ভরতা কমাইয়া পাইপলাইনের গ্যাস ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো দ্রুত তৈরির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।সরকার জ্বালানি সংক্রান্ত তথ্যকে এখন ''জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়'' হিসেবে ঘোষণা করিয়াছে, যাহাতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। এছাড়া মজুতদারি রুখিতে রাজ্যগুলোকে সতর্ক করা হইয়াছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে গ্যাস, অশোধিত তেল সরবরাহে কী প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা জানিতে চান প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে দেশের বিদ্যুৎ এবং সার উৎপাদন ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা নিয়াও বৈঠকে আলোচনা হয়। জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখিতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ করিবার কথা বলা হয় বৈঠকে।রবিবারও কেন্দ্রের তরফে জানানো হইয়াছে, গৃহস্থালিতে রান্নার গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রহিয়াছে। গ্রাহকদের মধ্যে 'বুকিং' সংক্রান্ত উদ্বেগও কমিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক গ্যাসের সরবরাহ আগের অবস্থায় ফেরাইতে চাইছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের নতুন নির্দেশিকায় ফের এলপিজি নির্ভরতা কমাইয়া পিএনজি (নলবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস) ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। নলবাহিত গ্যাস সরবরাহের জন্য পরিকাঠামো তৈরির আর্জি জানাইয়া যে সমস্ত আবেদন জমা পড়িয়াছে, সেগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করিতে বলা হইয়াছে।

বিভিন্ন উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই আমাদের সরকারের লক্ষ্য: উপাধ্যক্ষ

আগরতলা, ২২ মার্চ: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতি এবং চৌমুহনী বাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় গতকাল ডুকলি ব্লকের অন্তর্গত দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বসন্ত উৎসব উদযাপিত হয়। বসন্ত উৎসবের উদ্বোধন করে ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, বসন্ত নতুনের বার্তা দেয়, আনন্দের দিশা দেখায়। তাই আমাদের পূর্বপুরুষগণ বসন্তকে ঋতুরাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রকৃতির পূজারী ছিলেন। প্রকৃতি আমাদের বেঁচে থাকার মূল আশ্রয়। উপাধ্যক্ষ বলেন, উৎসব উদযাপন মানেই পূর্বপুরুষের কর্মকাণ্ডকে স্মরণ করা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো পূর্বপুরুষের পরিচিতি। বিভিন্ন উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই আমাদের সরকারের লক্ষ্য। এই উৎসবকে ভিত্তি করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভেদাভেদ, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদির কোনও স্থান আমাদের সমাজে নেই। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার নাম উৎসব। তিনি আরও বলেন, নারায়ণখামারে প্রতিবছর রাস বসন্ত উৎসব পালিত হয়, এটি এখানকার মণিপুরী সম্প্রদায়ের পরিচয়। পিঠাপুলি, যাত্রা, হোলি, বর্ষবরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজকে এক সুতোয় বেঁধে রাখা যায়। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভুলন সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ের সহঅধিকর্তা অমৃত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক বড়দাকান্ত সিংহ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চৌমুহনী বাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শম্পা সাহা সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

হেঁসেলে হানা 'এপিক ফিউরি'-র

শোভনলাল চক্রবর্তী

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে রান্নার গ্যাসের (এলপিজি) দাম বেড়েছে। যদিও সরকার জানিয়েছে, আপাতত ঘরোয়া বাজারে তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের (এনএলডি) মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। সরবরাহের প্রবাহ অটুট রাখতে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত এলএনজি ঘরোয়া ব্যবহারে ছাড়পত্র দেওয়া হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। এলপিজি গ্যাসের বাড়তি মজুত এবং কালোবাজারি রোধ করার জন্য বুকিং-সময়সীমা ২১ ন দিন থেকে ২৫ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ আগে যাঁরা ৫৫ দিনে এলপিজি সিলিন্ডার বুক করতেন, তাঁরা এখন ১৫ দিনে বুকিং শুরু করেছিলেন। সে কারণেই আগে সময়সীমা বাড়িয়ে ২৫ দিন করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি সরকার দেশের তেল শোধনাগারগুলিকে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোরও নির্দেশ দিয়েছে। বাণিজ্যিক সংযোগের তুলনায় ঘরোয়া এলপিজিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ প্রাং দেওয়া হয়েছে। আলজিরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, এর নরওয়ের মতো দেশগুলির সঙ্গে এলপিজি আমদানির ৩. জন্য ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় এর পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের তরফে এর জানানো হয়েছে, পেট্রল ও ডিজেল এবং অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (এটিএফ)-এর মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে না, কারণ, দেশে যথেষ্টই মজুত রয়েছে, এবং অশোধিত তেলের দাম যদি ব্যারেল প্রতি ১৩০ ডলার অতিক্রম না করলে, পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ার সম্ভাবনা নেই। বাস্তবে কিন্তু রান্নার গ্যাস এবং বাণিজ্যিক গ্যাস (এল পি জি)- এর জোগান নিয়ে উদ্বিগ্ন গ্রাহকেরা। তাঁদের বড় অংশের অভিযোগ, ফোনের মাধ্যমে গ্যাস বুকিং করতে পারছেন না তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে সিলিন্ডার বুকিং এত করতে না পেরে রাজ্যের নানা প্রান্তে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারগুলিতে ভিড় বাড়ছে। যে সমস্ত গ্রাহকের ই-কেওয়াইসি করা নেই, তাঁরাও গ্যাস পেতে সেন্টারগুলোর সামনে ভিড় বাড়াচ্ছেন। এর গ্যাসের জোগান ব্যাহত হওয়ায় রাস্তার ধারের এই হোটেলগুলিতে কাঠ-কয়লার উনুনে রান্না করা শুরু না হয়েছে। হোম সার্ভিস চালাতে একই পথে হাঁটছেন নে অনেকেই। বুধবার তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের খা তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত ভক্তদের জন্য ল। প্রসাদ বিতরণ বন্ধ রাখা হচ্ছে। আগামী ২১ মার্চের স্ত পর ওই মন্দিরে আর প্রসাদ মিলবে না। তবে গ্যাসের ও জোগান স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে ফের প্রসাদ তা বিতরণ শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। এই এর পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্কুলগুলিতে মিড ডে মিল চালু এর রাখা যাবে কি না, তা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জ্য যদিও এখনও পর্যন্ত কোথাও মিড ডে মিল বন্ধ হয়ে নি যাওয়ার খবর নেই। তবে গ্যাসের জোগানে টান এর পড়লে স্কুলপড়ুয়াদের দুপুরের খাবারেও কোপ। পড়তে পারে। গ্যাস নির্ভরতা কাটাতে গ্রাহকদের এর অনেকেই বিকল্প উপায় খুঁজছেন। বিভিন্ন জেলার এর ইলেকট্রনিক সামগ্রীর দোকানগুলিতে ইনডাকশন এক অভেন কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন তাঁরা। হুগলির এগ ব্যান্ডেল

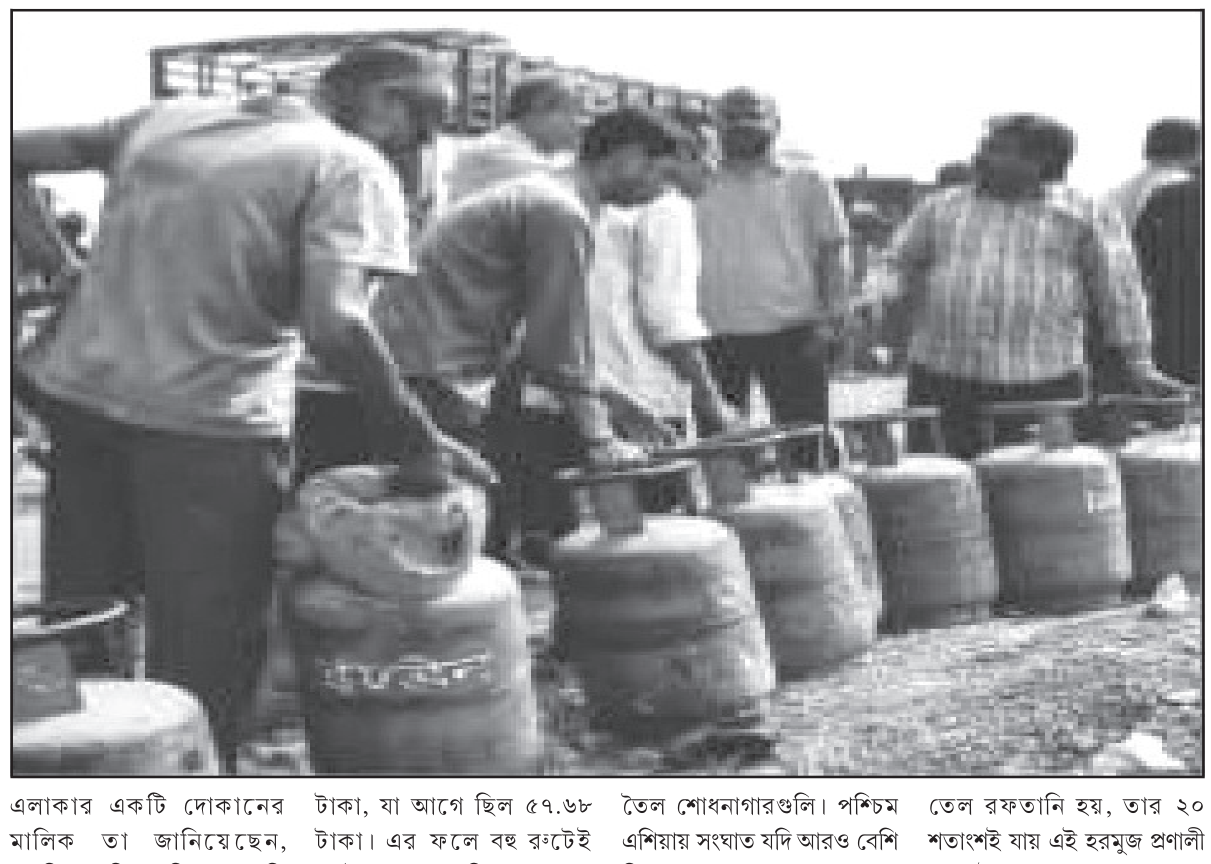

এলাকার একটি দোকানের মালিক তা জানিয়েছেন, এমনিতে দিনে তিন-চারটি ইনডাকশন বিক্রি হত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন দিনে ৭০-৮০ টা বিক্রি হচ্ছে। শুধু এই রাজ্যে নয়, দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই গ্যাসের জোগান ব্যাহত হয়েছে। এলপিজি সিলিন্ডার বুক করতে গিয়েই হোঁচট খাচ্ছেন অনেকে। গ্রাহকদের অভিযোগ, ফোনে বুকিং হচ্ছে না। অনেকে আবার বুক করার ৮ থেকে ১০ দিন পরেও সিলিন্ডার পাচ্ছেন না। লাভ হচ্ছে না গ্যাসের দফতরে গিয়েও। এই পরিস্থিতিতে ট্রেনে রান্নার ক্ষেত্রেও গ্যাসের পরিবর্তে মাইক্রোওয়েভ কিংবা ইনডাকশন অভেন ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে আইআরসিটিসি। আপাতত রেলের 'ওয়েস্টার্ন জোন'কে এই পরামর্শ মেনে চলতে বলা হয়েছেগৃহস্থালির গ্যাস ছাড়াও বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ায় বহু হোটেল এবং রেস্তরাঁর ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে দেশের নানা প্রান্তে। কলকাতায় এখনও তেমন কিছু শোনা না গেলেও মুম্বইয়ে ২০ শতাংশ হোটেল-রেস্তরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোথাও মেনু কাটছাঁট করা হচ্ছে। মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছে সেখানকার হোটেল এবং রেস্তরাঁগুলির সংগঠন "আহার"। বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়ের মতো শহরেও গ্যাসের জোগানের অভাবে হোটেলগুলির পরিষেবা মার খেয়েছে। কলকাতা-সহ দেশের অনেক শহরেই গ্যাসে চলা অটো পরিষেবা চালু রয়েছে। সঙ্কটের কারণে কলকাতায় অটোর এলপিজি-র দাম লিটার প্রতি ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে কলকাতায় অটোর গ্যাসের নতুন দাম হয়েছে প্রতি লিটার ৬২.৬৮ টাকা, যা আগে ছিল ৫৭.৬৮ টাকা। এর ফলে বহু রুটেই অটোর ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকা এবং ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের সামরিক সংঘাত শুরু হওয়ার পরেই গোটা বিশ্বে তেল এবং গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। ওমান এবং পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী হরমুজ প্রণালী ইরান কার্যত অবরুদ্ধ করে রাখায় তেল এবং গ্যাসবাহী ট্যাঙ্কারগুলি সেখানগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভারতে মোট আমদানি হওয়া অশোধিত তেলের ৪০ শতাংশ এবং পেট্রোলিয়াম গ্যাসের ৮০ শতাংশ পশ্চিম এশিয়া থেকেই আসে। এই পরিস্থিতিতে তেল এবং গ্যাসের জোগান নিয়ে অনিয়শ্চযাতা তৈরি হয়েছে। তবে সরকারি সূত্র মারফত একাধিক বার দাবি করা হয়েছে, দেশে যথেষ্ট পরিমাণ তেল এবং গ্যাস মজুত রয়েছে। গ্যাসের জোগান নিয়ে আশ্বস্ত করলেও সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়েছে, ২৫ দিনের কম ব্যবধানে দু''টি গ্যাস সিলিন্ডার "বুক" করতে পারবেন না গৃহস্থেরা। মন্ত্রক সূত্রে খবর, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অনেকেই "প্যানিক বুকিং" করছেন। অর্থাৎ অতিরিক্ত সিলিন্ডার মজুত করার চেষ্টা করছেন। আপাতত গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত গ্যাসের জোগান সুনিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে চাইছে কেন্দ্র। তবে বাণিজ্যিক গ্যাসের ক্ষেত্রে হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জোগান সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। হরমুজ প্রণালী ছাড়া অন্যান্য পণ্যপথ দিয়ে অশোধিত তেল আনার প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত করা হয়েছে। দেশে তেলের জোগান ধরে রাখতে আমেরিকা, রাশিয়া, পশ্চিম আফ্রিকার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে ভারতীয় তৈল শোধনাগারগুলি। পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত যদি আরও বেশি দিন চলে, সে ক্ষেত্রে তেলের জোগানে ভাটা পড়তে পারে। সেই আশঙ্কায় আগেভাগেই সক্রিয় হয়েছে নয়াদিল্লি। এই পরিস্থিতিতে যাতে জ্বালানি সঙ্কট তৈরি না হয়, বিকল্প ব্যবস্থার পথে হাঁটছে ভারত। আপাতত ৪০টি দেশ থেকে ঘুরপথে জ্বালানি নিয়ে আসা হচ্ছে সরবরাহ মসৃণ রাখার জন্য। বর্তমানে ভারতের প্রায় ৬০ শতাংশ জ্বালানি তেল ঘুরপথে আসছে। ঘটনাচক্রে, এই আবহে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন যে, অন্যান্য দেশে জ্বালানি নিয়ে সঙ্কট তৈরি হলেও ভারতে এখনও সেরকম কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যাতে জ্বালানি সরবরাহের ঘাটতি না হয়, তাই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে লাগাতার যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। সরকারি তথ্য বলছে, যে ৪০টি দেশের কাছ থেকে ঘুরপথে জ্বালানি তেল এবং জ্বালানি সামগ্রী আনা হচ্ছে সেগুলি হল, আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, ব্রুনেই, কানাডা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, মিশর, ইকুয়েটরিয়াল গিনি, খানা, গ্রিস, গিনি, ইরাক, ইজরায়েল, দক্ষিণ কোরিয়া, কুয়েত, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া, নরওয়ে, ওমান, পানামা, কাতার, সেনেগাল, টোগো, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ভেনেজুয়েলা। এ ছাড়াও রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি তেল আনছে ভারত। প্রসঙ্গত, আমেরিকা এবং ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর পারস্য উপসাগর এবং ওমান উপসাগরের মধ্যবর্তী সরু হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে ইরান। প্রতি দিন গোটা বিশ্বে যত তেল রফতানি হয়, তার ২০ শতাংশই যায় এই হরমুজ প্রণালী হয়ে। ইরানের হামলার আশঙ্কায় প্রণালীর দুই ধারে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেশের অসংখ্য জাহাজ এবং তেলবাহী ট্যাঙ্কার। ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ৪০ শতাংশ আসে হরমুজ প্রণালী দিয়ে। পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক সংঘাতের জেরে বিশ্ব জুড়ে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে যে টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়েছে, তার আঁচ ভারতের উপরেও পড়ছে। কারণ হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার পশ্চিম এশিয়া থেকে তেলবাহী জাহাজগুলি সংশ্লিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছোতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে ভারতেও যাতে জ্বালানি সঙ্কট তৈরি না হয়, তাই ঘুরপথে অন্য দেশ থেকে জ্বালানি নিয়ে আসা হচ্ছে। ভারত সরকারের দাবি, গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। তার উপর ভিত্তি করেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, হরমুজ প্রণালী থেকে তেলবাহী জাহাজ পশ্চিম এশিয়ার বাইরে যেতে দেবে না। শুধু তা-ই নয়, ইরান রেভলিউশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, এক লিটার তেলও উপসাগরীয় অঞ্চলের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তারপরই আমেরিকা পাল্টা হুঁশিয়ারি দেয়, হরমুজ প্রণালীকে অবরুদ্ধ করে রাখলে তার চরম খেসারত দিতে হবে ইরানকে। দু'দেশের মধ্যে যখন দাবি, পাল্টা দাবি এবং হুঁশিয়ারির পর্ব চলছে, সেই মুহূর্তে ইরানের সংবাদমাধ্যম দাবি করে, হরমুজ প্রণালীতে আমেরিকা কোনও কিছু করার চেষ্টা করলে আখেরে ক্ষতিই হবে। কারণ সেখানে একের পর এক মাইনবোঝাই নৌকা মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুথ সোশ্যালে দাবি করেন, হরমুজ প্রণালীকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করছে ইরান। ইরানের ১৬টি নৌকাকে ধ্বংস করেছে মার্কিন বাহিনী। তবে হরমুজ প্রণালীতে কোনও বিস্ফোরক বিছিয়ে রাখা নেই বলেই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মার্কিন সেনার তরফে কয়েকটি ভিডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ করে দাবি করা হয়, মাইনবোঝাই ইরানের নৌকা ধ্বংস করেছে তারা। পশ্চিম এশিয়া থেকে বিশ্বের অন্য প্রান্তে তেল সরবরাহ হয় উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে। এই পরিবহনে হরমুজ প্রণালী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জলপথ। এর এক দিকে ওমান, অন্য দিকে ইরান। সামরিক সংঘাত শুরু হতেই এই প্রণালীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইরানের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমেরিকা বার বারই হুঁশিয়ারি দিচ্ছে, এখনই যদি হরমুজ প্রণালীকে স্বাভাবিক না করা হয়, তা হলে ইরানকে ফল ভুগতে হবে। প্রসঙ্গত, সংবাদমাধ্যম সিএনএন-এর এক প্রতিবেদনে হরমুজ প্রণালীতে মাইন পুঁতে রাখার বিষয়টি জানানো হয়। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত দুই আধিকারিককে উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে হরমুজ প্রণালীতে কয়েক ওজন মাইন ইতিমধ্যেই পুঁতে রাখা হয়েছে। যদিও ওই প্রতিবেদনে মাইন পোঁতার নেপথ্যে ইরানের ভূমিকা রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট করা হয়নি। মাইন পুঁতে রাখার বিষয় নিয়ে শোরগোল শুরু হতেই সরাসরি ইরানকে সতর্ক করেন ট্রাম্প। তার পরই তিনি ইরানের ১৬টি নৌকা ধ্বংসের দাবি করেন। ট্রাম্প সাহেবের মিশন এপিক ফিউরি এখন আমাদের হেঁসেল ঘরে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিশ্বের ১০ সুন্দরী রাজনীতিক দেখলে চোখ ফেরাতে পারবেন না

বিশেষ প্রতিবেদন।। রাজনীতি মানেই ক্ষমতা, আগ্রাসন, কূটনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনীর মঞ্চ হিসেবে পরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতহ কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হয় নেতা-নেত্রীদের। তবে এই মঞ্চেও এমন বেশ কিছু নেত্রী রয়েছেন, যাঁরা শুধু কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়াই নয়, স্টাইল, ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে গোটা বিশ্বে চর্চায় থাকেন। ইউরোপ থেকে আমেরিকা, ফিনল্যান্ড থেকে ফ্রান্স --- বিশ্বের নানা প্রান্তের এই রাজনৈতিকরা নিজেদের কাজ ও ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি নিজেদের স্টাইল স্টেটমেন্টের কারণেও আলোচিত হন। তেমনই ১০ জন শক্তিশালী নারীর ব্যাপারে জেনে নেওয়া যাক। ***১. জর্জিয়া মেলোনি*** --- ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ভারতে বেশ চর্চিত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা তো সর্বজনবিদিত। ডানপন্থী রাজনীতির সমর্থক ও 'ব্রাদার্স অফ ইতালি' দলের সদস্য বিশ্ব রাজনীতির ময়দানে বরাবর এক শক্তিশালী নাম। তাঁর ফ্যাশনের পাশাপাশি দৃঢ় ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি বিশ্বে চর্চিত এক নাম। ভারতীয়রা এই কাপলকে নাম দিয়েছেন 'মেলোডি (মেলোনি-মোদী)'। ***২. মার্লেন শিয়াপা*** — ফ্রান্সের রাজনীতিবিদ মার্লেন শিয়াপা একাধারে একজন রাজনৈতিক, লেখিকা, এবং লিঙ্গসাম্যের পক্ষে কথা বলেন। তিনি মানবাধিকার মন্ত্রালয়ের সদস্যা। তিনি ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এমানুয়েল মাকঁরের দল রেনেসাঁর সদস্য। তিনি ফ্রান্সের রাজনৈতিক অঙ্গনে একজন শক্তিশালী চরিত্র। তাঁর জনপ্রিয় হওয়ার প্রধান কারণ তাঁর জনসংযোগের ক্ষমতা। ***৩. তুলসী গাব্বার*** --- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজনীতিবিদ তুলসী গাব্বার রিপাবলিকান পার্টি থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক। তিনি আগে ডেমোক্রেটিক পার্টিতে ছিলেন ও ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। ২০২২ সালে দলত্যাগ করে ট্রাম্পের সমর্থক হন ও পরে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দেন। ***৪. মিশেল রেম্পেল গার্নার*** — কানাডার সংসদ সদস্য মিশেল রেম্পেল গার্নার বর্তমানে কনজারভেটিভ পার্টির হয়ে ক্যালগারি নোজ হিল এলাকা থেকে সংসদের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি কানাডার রাজনীতিতে ইমিগ্রেশন, রিফিউজি ও নাগরিকত্ব বিষয়ে একজন সোচ্চার কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত। ২০২৫ সালের শেষের দিকে তিনি কানাডায় 'বার্থ ট্যুরিজম' কমানোর পক্ষে ছিলেন। ***৫. মারিয়া ওহিসালো*** --- ফিনল্যান্ডের মন্ত্রী মারিয়া ওহিসালো এক চর্চিত নাম। তিনি বর্তমানে ফিনল্যান্ডের 'গ্রিন লিগ' দলের সদস্য। ২০১৭ সালে পিএইচডি শেষ করে ২০১৯ থেকেই রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছেন মারিয়া। তিনি পরিবেশ ও সামাজিক নীতিতে বিশেষজ্ঞ। এছাড়াও তিনি সাইক্লিস্ট ও ভিডিও গেমসের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। ***৬. ইনেস আরিমাদাস*** --- স্পেনের মন্ত্রী ইনেস আরিমাদাস রাজনৈতিক জগতে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। তিনি কাতালুনিয়ার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। রাজনীতির পাশাপাশি তাঁর দখল আছে আইনেও। ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিরোধী নেত্রী ও ২০২০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত তিনি ছিলেন পার্টি প্রেসিডেন্ট। সিটিজেন পার্টির সদস্য ইনেস স্প্যানিশ রাজনীতির এক বড় মুখ।

৭. বিটে মেইনল-রেইসিঞ্জার — অস্ট্রিয়ার বিটে মেইনল-রেইসিঞ্জার হলেন ইউরোপিয়ান ও জাতীয় সম্পর্ক বিষয়ক একজন মন্ত্রী। তিনি 'নিউ অস্ট্রিয়া আন্ড লিবারেল ফোরামের একজন সদস্য। তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিতে সক্রিয়। এছাড়াও তিনি নারী ক্ষমতায়ন ও উদ্ভাবনী নীতিতে গুরুত্ব দেন।

৮. কজা কালাস --- এস্তোনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ইউরোপিয়ান নীতি প্রণয়নে বিশ্বাসী। ২০২১ সালে তিনিই এস্তোনিয়ার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন। ৩ বছর দায়িত্ব পালনের পর বর্তমানে তিনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের 'হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ' হয়ে কাজ করছেন। ***৯. মারিয়া এলেনা বস্কি*** --- ইতালির অর্থনীতি ও আইন বিষয়ক মন্ত্রালয় দেখেন। তিনি রাজনৈতিক কূটনীতি বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ইতালির সর্বকনিষ্ঠ ক্যাবিনেট মিনিস্টার হিসেবে প্রথমবার সুযোগ পাওয়ার পর তাঁকে নিয়ে আলোচনা বেড়ে যায়। তিনি ইতালিয়ান ভিভা পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। ***১০. সানা মারিন*** — ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সানা মারিন ফিনল্যান্ডের সবথেকে কমবয়সী প্রধানমন্ত্রী। ২০১৯ থেকে ২০২৩ — ৪ বছর ধরে তিনি ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ফিনল্যান্ডের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য। তিনি সমাজতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সক্রিয়। বিশ্বের রাজনীতিতে এই নেত্রীরা কেবল গ্ল্যামার নয়, শক্তিশালী দায়িত্ব, নেতৃত্ব ও সমাজের পরিবর্তনের প্রতীক। তাঁদের কাহিনী কেবল সমানাধিকার নয়, সমাজের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নেয়। এমন শক্তিশালী ও সুন্দরী নেত্রীরা বারবার প্রমান করেছেন, নেতৃত্ব কখনোই লিঙ্গ দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা বারবার প্রমান করেছেন, তাঁরা সমাজের নেতৃত্ব, নতুন উদ্ভাবন ও সমাজের উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা নিতে পারেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

22-03-26.pmd 1 23-03-2026, 00:06

কলকাতার চারুবাসনা আর্ট গ্যালারিতে সমান্তরাল যৌথ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন। ত্রিপুরার দুই শিল্পী জয়দীপ ভট্টাচার্য ও উমা মজুমদারের ৩৪টি শিল্পকর্মে মুগ্ধ দর্শক। উপস্থিত বিশিষ্ট শিল্পী ও অতিথিবৃন্দ। প্রদর্শনী চলবে ২৫ মার্চ পর্যন্ত।

ইরান উত্তেজনা: সব পক্ষের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ বজায় রাখছে ভারত, বললেন ভীনা সিক্রি

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: ইরান-আমেরিকা-ইসরায়েল উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ভারত সব পক্ষের সঙ্গে সক্রিয় কূটনৈতিক যোগাযোগ বজায় রাখছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের প্রাক্তন বাংলাদেশে হাইকমিশনার বীণা সিক্রি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, শান্তি, সংলাপ এবং কূটনীতির মাধ্যমেই এই সংকটের সমাধান সম্ভব।

এক সাক্ষাৎকারে সিক্রি জানান, এই সংঘাতে যুক্ত সমস্ত পক্ষের সঙ্গেই ভারত আলোচনা চালাচ্ছে। তাঁর কথায়, "ভারত সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ফ্রান্স এবং ওমান-সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। এইভাবেই একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা সম্ভব, যা শেষ পর্যন্ত সংঘাত কমিয়ে সংলাপের পথ প্রশস্ত করবে।"

গালফ অঞ্চলের স্থিতিশীলতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পারস্পরিক সহাবস্থান ও বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "জ্জম্খদ্র একটি বড় দেশ, প্রায় ৯৩ মিলিয়ন মানুষের বাস। তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা, উন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক কর্মসূচি রয়েছে, যা তারা অন্য দেশগুলির সঙ্গে ভাগ করে নিতে আগ্রহী," বলেন তিনি।

এছাড়াও, ইরানের নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতের সক্রিয় যোগাযোগের বিষয়টিও তুলে ধরেন সিক্রি। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান-এর সঙ্গে দু'বার কথা বলেছেন। পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর-ও ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

দেশের অভ্যন্তরীণ প্রসঙ্গে সিক্রি ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সংখ্যালঘুদের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘমোহন ভাগবত-এর বক্তব্য অনুযায়ী, "হিন্দুত্ব সংখ্যালঘুদের কারণেই বিদ্যমান। সকলকে একসঙ্গে সহাবস্থান করতে হবেএটাই ভারতের মূল দর্শন।"

এদিকে, ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে মার্কিন সংস্থা আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক মার্কিন কমিশন (ইউএসসিআইআরএফ)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন সিক্রি। তাঁর দাবি, এই রিপোর্ট "যুক্তিহীন ও পক্ষপাতদুষ্ট" এবং এতে ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অযৌক্তিকভাবে সমালোচনা করা হয়েছে।

গ্লোবাল সাউথের প্রযুক্তিগত চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে ভারত: ধর্মেন্দ্র প্রধান

মুম্বই, ২২ মার্চ: আগামী দশকে ভারতের তরুণ উদ্ভাবকেরা শুধু দেশের নয়, বিশ্বেরবিশেষ করে গ্লোবাল সাউথ ও উদীয়মান অর্থনীতির প্রযুক্তিগত চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

মুম্বইয়ের আইআইটি বম্বে-এ 'ভারত ইনোভেটস' ডিপ-টেক প্রি-সামিটের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের একাডেমিয়া, শিল্পক্ষেত্র, আর্থিক সংস্থা এবং যুবসমাজএই চারটি স্তম্ভই ভারতকে বৃহত্তর প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের শক্তিতে পরিণত করবে।

তিনি উল্লেখ করেন, ডিজিটাল লেনদেন, সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা এবং জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই বিশ্বে আকর্ষণ তৈরি করেছে। তাঁর মতে, গ্লোবাল সাউথের দেশগুলি পশ্চিমা বিশ্বের প্রযুক্তি সহজে গ্রহণ করতে পারবে না, বরং ভারতের প্রযুক্তির দিকেই তারা বেশি আগ্রহী।

ধর্মেন্দ্র প্রধান "ইন্ডিয়া-ফার্স্ট" দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ওপর জোর দিয়ে বলেন, দেশের অর্থনীতি যত বড় হবে, ততই মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যয়ের চাহিদা পূরণে প্রযুক্তির ভূমিকা বাড়বে। পাশাপাশি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও নতুন প্রজন্মের উদ্ভাবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

তিনি জানান, 'ভারত ইনোভেটস' উদ্যোগকে ভবিষ্যতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে রূপ দেওয়া হবে। গবেষণা ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়োমাস প্রক্রিয়াকরণ, বায়োমেডিসিন এবং হাইড্রোজেনএই ক্ষেত্রগুলিতে আরও গবেষণা ও উদ্ভাবনের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান।

এই অনুষ্ঠানে ২০০-র বেশি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন শিক্ষামন্ত্রী। দুই দিনের এই প্রি-সামিটে দেশের ৩,০০০-র বেশি আবেদন থেকে বাছাই করা ১৩৭টি ডিপ-টেক স্টার্টআপ অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, 'ভারত ইনোভেটস' উদ্যোগটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'ইন্ডিয়া-ফ্রান্স ইয়ার অফ ইনোভেশন' উদ্বোধনের সময় ঘোষণা করেছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে এবং এটি ভারতের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। 'ভারত ইনোভেটস ২০২৬' তিনটি ধাপে আয়োজিত হচ্ছেগান্ধীনগর ও মুম্বইয়ে ন্যাশনাল বেসক্যাম্প, মুম্বইয়ে ডিপ-টেক প্রি-সামিট এবং ফ্রান্সের নিস-এ আন্তর্জাতিক ইনোভেশন প্রদর্শনী।এই প্রি-সামিটে অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং, স্বাস্থ্য ও মেডটেক, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা, শক্তি ও স্থায়িত্ব, সেমিকন্ডাক্টর, বায়োটেকনোলজি, স্মার্ট সিটি, কৃষি প্রযুক্তি, শিল্প ৪.০ সহ মোট ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন প্রদর্শিত হয়েছে।

পাঞ্জাব সরকার 'লুটেরাদের দখলে', অভিযোগ বিজেপির

চণ্ডীগড়, ২২ মার্চ: পাঞ্জাব সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুনীল জাখড় রবিবার অভিযোগ করেছেন, "রাজ্যকে লুট করছে এমন একটি গোষ্ঠীই এখন সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।"

অমৃতসরের ডিভিশনাল ম্যানেজার গগনদীপ সিং রন্ধাওয়া-র আত্মহত্যার ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। অভিযোগ, দুর্নীতির চাপে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তিনি আত্মহত্যা করেন, যেখানে আপ মন্ত্রী লালজিত সিং ভুল্লার-এর নাম জড়িয়েছে।

বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চণ্ডীগড় পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। পাশাপাশি ২৩ মার্চ রাজ্যের সব জেলা সদর দফতরে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।

জাখড় বলেন, আগে আপ সরকার শুধু "লুটপাট" করত, এখন "মানুষকেও মারছে"। তাঁর অভিযোগ, দিল্লি থেকে আসা লোকেরা ধাপে ধাপে পাঞ্জাবকে শোষণ করছে।

তিনি আরও বলেন, "এই সরকার পাঞ্জাবের ওপর বোঝা এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকার কোনও নৈতিক অধিকার নেই।"

জাখড়ের দাবি, জনচাপের মুখে সরকার মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তিনি এই ঘটনার তদন্ত সিবিআই-এর হাতে দেওয়ার দাবি জানান।এছাড়া, আপ-এর জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল-এর নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, "চরম সততার আড়ালে অত্যন্ত অসৎ ব্যক্তিরা ক্ষমতা দখল করেছে এবং প্রকাশ্যে রাজ্য লুট করছে।"

বিজেপি এই ঘটনায় চুপ থাকবে না এবং মৃত আধিকারিকের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলেও জানিয়েছেন সুনীল জাখড়।

গুজরাটের পুরভোটে একাই লড়বে আপ শিগগিরই প্রার্থী তালিকা: ইসুদান গাধভি

আহমেদাবাদ, ২২ মার্চ: গুজরাটের আসন্ন স্থানীয় স্বশাসন সংস্থার নির্বাচনে কোনও জোট ছাড়াই লড়াই করবে আম আদমি পার্টি (আপ)। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন দলের রাজ্য সভাপতি ইসুদান গাধভি।

তিনি জানান, আপ নিজেদের কৌশল অনুযায়ী একাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং খুব শিগগিরই প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

গাধভি বলেন, "আমরা কোনও জোটে যাচ্ছি না। নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোব এবং প্রথম দিকেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করব।" গত তিন দিন ধরে দলের স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক হয়েছে এবং শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ চলছে বলেও জানান তিনি।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকাও খুব শিগগিরই চূড়ান্ত করা হবে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল-এর গুজরাট সফরের সময়ই দ্বিতীয় তালিকা ঘোষণা হতে পারে, যা ২৮-২৯ মার্চের মধ্যে প্রকাশ করা হবে।

এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আবেদন নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে গাধভি বলেন, এর মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদেরও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

২৪ থেকে ২৭ মার্চ গুজরাট সফরে আসছেন কেজরিওয়াল এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। সফরে সৌরাষ্ট্র এবং আদিবাসী এলাকায় একাধিক জনসভায় অংশ নেবেন তাঁরা।

গাধভি জানান, ২৫ মার্চ আমরেলি এবং ২৬ মার্চ জামনগরে 'বিজয় বিশ্বাস সভা' অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে কৃষকদের সমস্যা তুলে ধরবেন কেজরিওয়াল। ২৭ মার্চ দাহোদে একটি বড় জনসভায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তিনি বলেন, এই সফরে দরিদ্র, বঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের সমস্যাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। পাশাপাশি দলীয় বৈঠকে প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া ও সামগ্রিক নির্বাচনী কৌশল নিয়েও আলোচনা হবে।

এছাড়াও উমরেথ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়েও শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান ইসুদান গাধভি।

তামিলনাড়ু নির্বাচনের আগে আসন বণ্টন নিয়ে চেন্নাইয়ে বৈঠক করবেন পীযূষ গোয়েল

চেন্নাই, ২২ মার্চ: তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে এনডিএ জোটের আসন বণ্টন চূড়ান্ত করতে রবিবার চেন্নাই সফরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত গোয়েলের এই সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ এখনও পর্যন্ত জোটসঙ্গীদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি।

তামিলনাড়ুতে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ)-এর নেতৃত্বে রয়েছে এআইএডিএমকে। এই জোটে বিজেপি ছাড়াও পিএমকে, এএমএমকে এবং আইজেকের মতো দল রয়েছে।

সূত্রের খবর, গোয়েলের সফরে জোটসঙ্গীদের মধ্যে ঐক্যমত্য তৈরি হতে পারে এবং আসন বণ্টন নিয়ে দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটতে পারে। এর আগে দিল্লিতে একাধিক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি।

সম্প্রতি এআইএডিএমকের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাড়ি কে. পালানিস্বামী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে নির্বাচনী কৌশল ও জোট সমন্বয় নিয়ে আলোচনা হয়।

এছাড়াও, এএমএমকের নেতা টি.টি.ভি. দিনাকরণ এবং পিএমকের নেতা অম্বুমনি রামদোস-সহ অন্যান্য জোটসঙ্গীরাও অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের আসন সংক্রান্ত প্রত্যাশার কথা জানান।

জানা গেছে, বিজেপি তামিলনাড়ুতে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী। বিশেষ করে চেন্নাইয়ের ভেলাচেরি, টি. নগর এবং মাইলাপোরের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহুরে আসনগুলিতে দলটি নজর দিচ্ছে। পাশাপাশি পশ্চিম তামিলনাড়ুর কিছু আসনেও বিজেপি নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান দাবি করছে।

অন্যদিকে, জোটের অন্যান্য শরিকদের মধ্যে বাকি প্রায় ৫০টি আসন বণ্টনের বিষয়েও আলোচনা চলছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা এগিয়ে আসায় গোয়েলের এই সফর এনডিএর আসন সমীকরণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাইথু ভরোসা প্রকল্পে ৯,০০০ কোটি বরাদ্দ তেলেঙ্গানার প্রথম কিস্তি ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী

হায়দরাবাদ, ২২ মার্চ: কৃষকদের আর্থিক সহায়তা জোরদার করতে 'রাইথু ভরোসা' প্রকল্পে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল তেলেঙ্গানা সরকার। রবিবার সিদ্দিপেট জেলার নারমেটায় এক জনসভা থেকে প্রথম কিস্তির ৩,৫৯০ কোটি টাকা ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী এ. রেভন্ত রেড্ডি।

রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় এই অর্থ কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সোমবার জমা পড়বে বলে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আগামী ২০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তির ২,৬৫০ কোটি এবং তার পরবর্তী ২০ দিনের মধ্যে বাকি ২,৭৬০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে।

এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি একর জমির জন্য কৃষকদের বছরে ১২,০০০ টাকা করে ইনপুট ভর্তুকি দেওয়া হয়। এতে প্রায় ৭০ লক্ষ কৃষক উপকৃত হচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আর্থিক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও সরকার কৃষকদের কল্যাণমূলক প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, আগের সরকারের সময় প্রতি মাসে কৃষক কল্যাণে ২,৫৩৩ কোটি টাকা ব্যয় হলেও বর্তমান কংগ্রেস সরকারের আমলে তা বেড়ে প্রতি মাসে ৫,৫০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

তিনি জানান, কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণও দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, গত দুই বছরে কৃষকদের কল্যাণে ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করেছে সরকার। এছাড়া ধান উৎপাদনে তেলেঙ্গানা দেশের এক নম্বর রাজ্যে পরিণত হয়েছে বলেও জানান তিনি।

তবে তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ লক্ষ টনের বেশি ধান সংগ্রহ করছে না, যেখানে এই মরশুমে রাজ্য সরকার ৭১ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করেছে।

কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে তিনি ফসল বৈচিত্র্যকরণের ওপর জোর দেন। "শুধু ধান নয়, বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে," বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত ফসলকে আরও লাভজনক করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আরএলডিতে যোগ দিলেন কেসি ত্যাগী ও অশোক যাদব, রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: দেশের রাজনৈতিক মহলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে রবিবার রাষ্ট্রীয় লোক দল (আরএলডি)-তে যোগ দিলেন প্রাক্তন জেডিইউ নেতা কে.সি. ত্যাগী এবং প্রাক্তন উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী অশোক যাদব।

দিল্লির মৌলানা আজাদ ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আরএলডি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী-এর উপস্থিতিতে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন। দলে যোগ দেওয়ার পর জয়ন্ত চৌধুরী এক্স-এ পোস্ট করে বলেন, "প্রাক্তন সাংসদ কে.সি. ত্যাগী এবং প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক যাদবকে রাষ্ট্রীয় লোক দল পরিবারে স্বাগত জানাই। তাঁদের যোগদানে দল আরও শক্তিশালী হবে এবং জনসেবার প্রতিশ্রুতি নতুন গতি পাবে।"

উল্লেখ্য, গত ১৭ মার্চ কে.সি. ত্যাগী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমার-এর নেতৃত্বাধীন জনতা দল (ইউনাইটেড) বা জেডিইউ থেকে ইস্তফা দেন। তিনি জানান, দলের সদস্যপদ নবীকরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

২০০৩ সালে জনতা দল গঠনের সময় থেকেই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ত্যাগী। তবে দল ছাড়লেও প্রান্তিক মানুষ, কৃষক ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির স্বার্থে কাজ করার প্রতিশ্রুতি অটুট থাকবে বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে নিতীশ কুমারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন।

এর আগে জেডিইউ মুখপাত্র নীরজ কুমার জানিয়েছিলেন, ত্যাগীর পদত্যাগ দলের নীতিগত কোনও মতভেদের কারণে নয়। তিনি উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে চান বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই যোগদান উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে এবং আসন্ন নির্বাচনে তার প্রভাব পড়তে পারে।

ওড়িশার উন্নয়নে জল সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাজি

ভুবনেশ্বর, ২২ মার্চ: একটি 'সমৃদ্ধ ও বিকশিত ওড়িশা' গড়ে তুলতে জল সুরক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাজি। রবিবার ভুবনেশ্বরে লোক সেবা ভবন-এ বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জল ব্যবস্থাপনায় লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করাই আমাদের লক্ষ্য। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ ওড়িশা গড়তে জল সুরক্ষা অপরিহার্য।" তিনি জানান, রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের জন্য জল সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মহিলাদের এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে 'জল সাথী' হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিশ্ব জল দিবস-এর এবারের থিম 'জল ও লিঙ্গ সমতা'-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সকলকে জল সংরক্ষণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

বিভিন্ন জলভিত্তিক প্রকল্প সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জলসংকটের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে দরিদ্র মানুষের ওপর। তাই সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া 'অন্ত্যোদয়' নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 'মিশন শক্তি'-র মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রাম ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে পরিষ্কার পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে বলেও জানান তিনি।

কৃষিক্ষেত্রে 'মোর ক্রপ পার ড্রপ' নীতি গ্রহণের কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি 'এক পেড মা কে নাম' অভিযানের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণে ওড়িশা দেশের অন্যতম অগ্রণী রাজ্যে পরিণত হয়েছে বলেও দাবি করেন।

ভবিষ্যতে জলসম্পদ নিয়ে বিরোধ এড়াতে একটি সুষম জলনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। উন্নত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে ২০৩৬ সালের মধ্যে ফসল উৎপাদনের ঘনত্ব ২২০ শতাংশ এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ২৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জলের সঠিক ব্যবহার এবং নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি।" ওড়িশা ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩৬ ও ২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণে জল সুরক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

জল সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি সকলকে অঙ্গীকার করার আহ্বান জানান, যাতে এক ফোঁটা জলও অপচয় না হয়। পাশাপাশি শিশুদের ছোটবেলা থেকেই জল সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষিত করার ওপর জোর দেন, যাতে তারা ভবিষ্যতের 'জল যোদ্ধা' হয়ে উঠতে পারে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মোট ২,৬১২ কোটি টাকার বিভিন্ন জলসম্পদ প্রকল্পের সূচনা করেন। এর মধ্যে প্রায় ২,২৯২ কোটি টাকার ১৭টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং প্রায় ৩২০ কোটি টাকার ১২৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে।

'সন্ত্রাসবাদ ছাড়া টিকে থাকতে পারে না পাকিস্তান', প্রাক্তন কূটনীতিক আবদুল বাসিতের মন্তব্যে তোপ বিজেপির

মুম্বই, ২২ মার্চ: প্রাক্তন পাকিস্তানি কূটনীতিক আব্দুল বাসিত-এর সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। রবিবার দলটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, পাকিস্তান "সন্ত্রাসবাদ ছাড়া টিকে থাকতে পারে না"।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের প্রাক্তন ভারতীয় হাইকমিশনার বাসিত একটি স্থানীয় টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে বলেন, যদি আমেরিকা পাকিস্তানের উপর আক্রমণ চালায়, তবে তার জবাবে নতুন দিল্লি ও মুম্বাই-এর মতো ভারতীয় শহরগুলিতে হামলা চালানো হতে পারে। তিনি দাবি করেন, "আমাদের উপর আক্রমণ হলে আমরা পাল্টা ভারতকে আঘাত করব, ফলাফল পরে দেখা যাবে।"

এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র তুহিন সিনহা বলেন, "বাসিতের এই হুমকি প্রমাণ করে যে এখনও পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা থেকে বেরোতে পারেনি। পাকিস্তান মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "পাকিস্তান একটি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র। এখন আর আলাদা করে তা বলার প্রয়োজন নেই। এর আগেও পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির জামনগরের তেল শোধনাগার উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। এই ধরনের মন্তব্য দেখায় যে সন্ত্রাসবাদ তাদের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে।"

আফগানিস্তানে পাকিস্তানের অভিযানের প্রসঙ্গ টেনে সিনহা বলেন, "রমজান মাসে পাকিস্তান কাবুল-এ বোমাবর্ষণ করে বহু মানুষকে হত্যা করেছে। ভারত সেই ঘটনারও নিন্দা করেছিল। এখন তারা ভারতকেও হুমকি দিচ্ছে।"

তিনি আরও দাবি করেন, 'অপারেশন সিন্দুর'-এর পর সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানের কার্যকলাপ বড় ধাক্কা খেয়েছে। পাশাপাশি সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের উপর চাপ তৈরি করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এছাড়া, প্রাক্তন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউপিএ) সরকারের সমালোচনা করে সিনহা বলেন, "ইউপিএ আমলে পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদে কার্যত নীরবতা পালন করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার কড়া জবাব দিয়েছে, যার ফলে পাকিস্তান চাপে রয়েছে।"

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

ত্বকে র‍্যাশ আর চুলকানি থেকে আরাম পেতে ডায়েটে আনুন বদল

মার্চ মাস মানেই বাতাসে উড়ন্ত রেণু বা পরাগকণার দাপট। ডায়েটেশিয়ানের মতে, যখন এই পরাগকণা আমাদের শরীরের সংস্পর্শে আসে, তখন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেম অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। শরীরকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কোষ থেকে ''হিস্টামিন'' নামক এক ধরণের রাসায়নিক নির্গত হয়। শীতের বিদায় আর বসন্তের আগমন- প্রকৃতিতে এখন বদলের হাওয়া। পলাশ-শিমুলের রঙে চারপাশ রঙিন হলেও, অনেকের কাছেই এই সময়টা বেশ কষ্টের। হঠাৎ করে ত্বকে লালচে ভাব, র‍্যাশ, ব্রণ বা অতিরিক্ত চুলকানির সমস্যায় নাজেহাল হচ্ছেন অনেকে। ভাবছেন তো, স্কিনকেয়ার রুটিন তো পাল্টাননি, তবে হঠাৎ এমন কেন হচ্ছে? আসলে এই মরসুমী পরিবর্তনের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক কারণ। বসন্তে কেন আমাদের ত্বক এমন খামখেয়ালি আচরণ করে? কীভাবে কেবল খাওয়া-দাওয়ার অভ্যেস বদলে আপনি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারবেন?

মার্চ মাস মানেই বাতাসে উড়ন্ত রেণু বা পরাগকণার দাপট। ডায়েটেশিয়ানের মতে, যখন এই পরাগকণা আমাদের শরীরের সংস্পর্শে আসে, তখন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেম অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। শরীরকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কোষ থেকে 'হিস্টামিন' নামক এক ধরণের রাসায়নিক নির্গত হয়। এই হিস্টামিনই হল আসল সমস্যার কারণ। এটি শরীরের প্রদাহ বা ইনফ্লেমেশন বাড়িয়ে দেয় এবং রক্তনালীগুলোকে প্রসারিত করে। যার সরাসরি প্রভাব পড়ে আমাদের ত্বকে। এর ফলেই দেখা দেয়: ত্বক লাল হয়ে যাওয়া বা জ্বালাপোড়া। অসহ্য চুলকানি বা আমবাত। ব্রণর প্রকোপ বেড়ে যাওয়া। একজিমা বা সোরিয়াসিসের মতো সমস্যা নতুন করে ফিরে আসা। চোখের নিচে কালি বা চোখের চারপাশ ফুলে যাওয়া সহ একাধিক সমস্যা

যা খাবেন আর যা এড়িয়ে চলবেন

ডায়েটিশিয়ানের মতে, এই সময়ে কিছু খাবার আমাদের শরীরের হিস্টামিনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই ত্বককে ঠিক রাখতে গেলে বেশ কিছু খাবার বাদ দিতে হবে। এই সমস্যার মুখে পড়লে ফারমেন্টেড খাবার, পুরনো বা বাসি খাবার, প্যাকেটজাত প্রসেসড ফুড এড়িয়ে চলাই ভালো। এছাড়া টমেটো, পালং শাক, চকোলেট, অতিরিক্ত চা-কফি এবং মদ ত্বকের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিতে পারে। ভাজাভুজির মায়া ত্যাগ করাও এই সময়ে জরুরি। ত্বককে ভেতর থেকে সুস্থ রাখতে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খান, কারণ এটি প্রাকৃতিক অ্যান্টি-হিস্টামিন হিসেবে কাজ করে। আপেল, পেঁয়াজ এবং গ্রিন-টি-তে থাকা 'কুয়ারসেটিন' নামক উপাদান হিস্টামিন নিয়ন্ত্রণে অব্যর্থ। এছাড়া আদা, হলুদ, বাদাম এবং প্রচুর পরিমাণে রঙিন শাকসবজি ডায়েটে রাখা দরকার। পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে টক দই এবং পর্যাপ্ত জল খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই।

জীবনযাত্রায় সামান্য কিছু বদল

কেবল ডায়েট নয়, এই সময়ে বাইরে থেকে ঘরে ফিরে ভালো করে মুখ এবং চুল ধুয়ে নেওয়া জরুরি, যাতে লেগে থাকা পরাগকণা ধুয়ে যায়। খুব গরম জলে স্নান করবেন না, এতে ত্বকের সুরক্ষা স্তর বা স্কিন ব্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উগ্র গন্ধহীন বা ফ্র্যাগন্যান্স-ফ্রি প্রসাধনী ব্যবহার করা এবং নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার লাগানোই হল এই মরসুমে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি।

সদর দরজায় কি এই ভুলগুলি করছেন না কি

কথায় আছে, ঘরের প্রবেশদ্বার হলো পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির আয়না। সদর দরজায় বসে কখনও খাবার খেতে নেই। এটি করলে সংসারে কেবল অভাব-অনটনই বাড়ে না, বাড়ির শ্রী নষ্ট হয়। একই কথা প্রযোজ্য কান্নাকাটির ক্ষেত্রেও। দরজায় বসে শোক প্রকাশ বা কান্নাকাটি করা অত্যন্ত অশুভ বলে মানা হয়, যা কপালে দুর্ভোগ নামিয়ে আনতে পারে। বাড়ির সদর দরজা কেবল যাতায়াতের পথ নয়, বাস্তুশাস্ত্র মতে এটি হল পজিটিভ এনার্জি বা ইতিবাচক শক্তি প্রবেশের প্রধান মাধ্যম। অনেকেই সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি করেন, অথচ মাস শেষে দেখা যায় হাতে কোনও টাকা থাকছে না। কখনও ভেবে দেখেছেন কি, এর নেপথ্যে আপনার বাড়ির সদর দরজার কোনও ছোট ভুল অভ্যাস দায়ী থাকতে পারে? অজান্তেই হয়তো আপনি এমন কিছু করছেন, যার ফলে দেবী লক্ষ্মী আপনার গৃহত্যাগ করতে পারেন। সৌভাগ্য ফেরাতে এবং সমৃদ্ধি ধরে রাখতে আজই বদলে ফেলুন সদর দরজার এই অভ্যাসগুলি।

দরজায় অন্ধকার ও জুতো

অনেকেরই অভ্যাস থাকে বাড়ির দরজার সামনে জুতো খুলে রাখা। বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি মারাত্মক ভুল। সদর দরজার আশপাশে অগোছালোভাবে জুতো রাখলে মা লক্ষ্মী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং সেই গৃহত্যাগ করার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। একইভাবে, সদর দরজার আশপাশ কখনও অন্ধকার করে রাখতে নেই। সন্ধ্যা নামলেই অন্তত একটি ছোট আলো জ্বেলে রাখা উচিত, যাতে পজিটিভ এনার্জি প্রবেশের পথে কোনও বাধা না থাকে।

খাবার ও কান্নাকাটি

কথায় আছে, ঘরের প্রবেশদ্বার হল পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির আয়না। সদর দরজায় বসে কখনও খাবার খেতে নেই। এটি করলে সংসারে কেবল অভাব-অনটনই বাড়ে না, বাড়ির শ্রী নষ্ট হয়। একই কথা প্রযোজ্য কান্নাকাটির ক্ষেত্রেও। দরজায় বসে শোক প্রকাশ বা কান্নাকাটি করা অত্যন্ত অশুভ বলে মানা হয়, যা কপালে দুর্ভোগ নামিয়ে আনতে পারে।

শব্দহীন দরজা ও লেনদেনের নিয়ম আপনার ঘরের দরজা খোলার সময় কি ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়? সাবধান! শাস্ত্র মতে, দরজা খোলা বা বন্ধ করার সময় কোনও শব্দ হলে সেটি দারিদ্রের লক্ষণ। তাই আজই কবজায় তেল দিয়ে সেই শব্দ বন্ধ করুন। এছাড়া টাকাপয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা জরুরি। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কাউকে টাকা দেওয়া বা নেওয়া উচিত নয়। লেনদেন করতে হলে ঘরের ভিতর অথবা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে করাটাই শ্রেয়।

বিদায়বেলায় ডাক নয়

অনেকেই কেউ বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় পিছন থেকে বা দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকেন। জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে, বিশেষ কাজে কেউ বাইরে যাওয়ার সময় সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকা অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে সেই কাজের সাফল্য বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সুখ ও সমৃদ্ধি ধরে রাখতে বাস্তুর এই ছোটখাটো বিষয়গুলো মেনে চলা প্রয়োজন। সামান্য সচেতনতা আপনার জীবনে ফেরাতে পারে হারানো সৌভাগ্য।

ওজন কমাতে গমের বদলে পাতে আসুক এই তিন রুটি

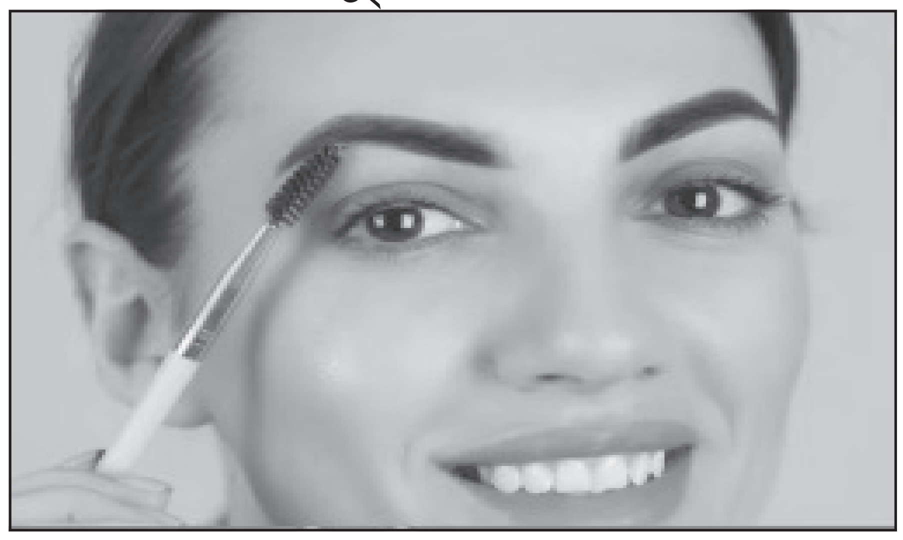

গরমের দিনে বা যাদের হজমের সমস্যা আছে, তাদের জন্য জোয়ারের রুটি বেশ ভালো খাবার। এটি একেবারেই হালকা এবং শরীরের মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ। জোয়ার খেলে শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বেরিয়ে যায় সহজেই। যাঁরা রুটি খেয়ে ডায়েটে থাকতে চান, তাঁদের জন্য জোয়ারের বিকল্প নেই।

সকাল হতেই কি মনে হচ্ছে যে ওজন বেড়ে যাচ্ছে? কিংবা ড্রয়ারে যত্ন করে রাখা প্রিয় ড্রেসটা কি আর ফিট হচ্ছে না? দুশ্চিন্তা ছাড়ুন! ওজনের এই লুকোচুরি খেলায় এবার জয় আপনারই হবে। আর তার জন্য জিম বা কঠিন ডায়েটের চেয়েও জরুরি হল আপনার হেঁশেলের ছোট একটা বদল। বাঙালির পাতে রুটি মানেই তো গম, কিন্তু পুষ্টিবিদরা বলছেন, মেদ ঝরানোর যুদ্ধে আপনার আসল 'সুপারহিরো' হতে পারে রাগী, জোয়ার বা রাজগিরার আটা।

রাগী: খাবার টেবিলের এই খুদে দানা আসলে ফাইবারের খনি। রাগী দিয়ে তৈরি নরম রুটি খেলে আপনার পেট অনেকক্ষণ আইঢাঁই করবে না, বরং ভরা থাকবে। ফলে চটজলদি বিস্কুট বা ভাজাভুজি খাওয়ার ইচ্ছেটা আর জাগবে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, রাগী আপনার রক্তে সুগারের মাত্রা হঠাৎ বাড়তে দেয় না, ফলে শরীরে বাড়তি চর্বি জমার সুযোগই পায় না। ক্যালসিয়াম আর আয়রনের দৌলতে আপনার হাড়ও থাকবে চনমনে।

জোয়ার: গরমের দিনে বা যাদের হজমের সমস্যা আছে, তাদের জন্য জোয়ারের রুটি বেশ ভালো খাবার। এটি একেবারেই হালকা এবং শরীরের মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ। জোয়ার খেলে শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বেরিয়ে যায় সহজেই। যাঁরা রুটি খেয়ে ডায়েটে থাকতে চান, তাঁদের জন্য জোয়ারের বিকল্প নেই।

রাজগিরা: ডায়েট মানেই কি কম খেয়ে ঝিমিয়ে পড়া? একদমই না! রাজগিরার আটা আপনার পেশিগুলোকে মজবুত রাখবে আর ফ্যাট কমাবে দ্রুত। এটি আপনার শরীরকে সচল রাখে, যার ফলে আপনি যখন অফিসে কাজ করছেন কিংবা বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখনও আপনার অজান্তেই ক্যালোরি পুড়তে থাকে। পুষ্টিবিদদের মতে, এই সবকটিই স্বাস্থ্যের জন্য সেরা। তবে আপনি যদি খুব তাড়াতাড়ি ওজনের পরিবর্তন দেখতে চান, তবে রাগী আপনার জন্য ভালো অপশন। স্বাদ বদলাতে চাইলে সপ্তাহে দু'দিন জোয়ার আর দু'দিন রাজগিরাও ট্রাই করতে পারেন। মনে রাখবেন, সঠিক আটাই হতে পারে আপনার ফিটনেস জার্নির টার্নিং পয়েন্ট। তাই আর দেরি কেন? আজই বাজার থেকে প্যাকেটবন্দি গমের বদলে নিয়ে আসুন এই পুষ্টিকর আটা আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুন রূপ দেখার প্রস্তুতি নিন!

সাধের মেহেন্দিতেই ঘোর বিপদ

সাধারণত প্রাকৃতিক মেহেন্দি থেকে গাঢ় রঙ পেতে অন্তত ৫-৬ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু এখন বাজারে এমন কিছু ''ইনস্ট্যান্ট'' বা ''ব্ল্যাক মেহেন্দি'' পাওয়া যায়, যা নিমেষেই রঙ ধরিয়ে দেয়। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরণের মেহেন্দিতে মেশানো থাকে পিপিডি বা প্যারা-ফেনাইলেনেডিয়ামিন নামক এক ক্ষতিকারক রাসায়নিক।

উৎসবের রাত মানেই চারদিকে সাজ সাজ রব, আর মেহেন্দির মিষ্টি গন্ধে ম ম করা চারিদিক। নতুন জামার সঙ্গে হাতভর্তি মেহেন্দির আলপনা না থাকলে যেন উৎসবের সাজটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু জানেন কি, আপনার হাতের এই শখের রঙই হয়ে উঠতে পারে চরম যন্ত্রণার কারণ? বাজারচলতি যে মেহেন্দির টিউবগুলো ৫ মিনিটে মেহেন্দির গাঢ় রং হওয়ার দাবি করে, তার আড়ালে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর সব রাসায়নিক। উৎসবের হুল্লোড়ে মেতে ওঠার আগে আপনার ত্বক কতটা নিরাপদ, তা একবার ভেবে দেখেছেন কি?

সাধারণত প্রাকৃতিক মেহেন্দি থেকে গাঢ় রঙ পেতে অন্তত ৫-৬ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু এখন বাজারে এমন কিছু 'ইনস্ট্যান্ট' বা 'ব্ল্যাক মেহেন্দি' পাওয়া যায়, যা নিমেষেই রঙ ধরিয়ে দেয়। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরণের মেহেন্দিতে মেশানো থাকে পিপিডি বা প্যারা-ফেনাইলেনেডিয়ামিন নামক এক ক্ষতিকারক রাসায়নিক। এটি মূলত হেয়ার ডাই বা চুলের রঙে ব্যবহৃত হয়, যা সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে এলে মারাত্মক বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই কেমিক্যালযুক্ত মেহেন্দি ব্যবহারের ফলে ত্বকে অসহ্য চুলকানি, লাল চাকা চাকা দাগ, এমনকি ফোস্কাও পড়তে পারে। অনেক সময় এই ক্ষত এতটাই গভীর হয় যে ত্বকে স্থায়ী দাগ থেকে যায়, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'কেমিক্যাল বার্ন' বলা হয়। বিশেষ করে শিশুদের পাতলা ও সেনসিটিভ ত্বকে এই প্রভাব আরও ভয়াবহ হতে পারে।

কী কী সতর্কতা মেনে চলবেন?

উৎসবের খুশি অটুট রাখতে মেহেন্দি পরার আগে কিছু সহজ বিষয় মাথায় রাখুন: প্রাকৃতিক মেহেন্দির গন্ধ হয় সতেজ ভেষজ উদ্ভিদের মতো। যদি ঝাঁঝালো ওষুধের মতো গন্ধ পান, তবে বুঝবেন তাতে কেমিক্যাল মেশানো আছে।

হাতে পরার আগে কানের পেছনে বা কনুইয়ের ভেতরের দিকে সামান্য মেহেন্দি লাগিয়ে অন্তত ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। যদি কোনো ধরণের জ্বালাপোড়া বা চুলকানি না হয়, তবেই সেটি হাতে লাগান।

শুধু খাবারের প্যাকেট নয়, মেহেন্দির টিউব কেনার সময়ও তার এক্সপায়ারি ডেট বা মেয়াদের তারিখ অবশ্যই যাচাই করবেন। মেয়াদোত্তীর্ণ মেহেন্দি ত্বকের জন্য বিষের মতো কাজ করতে পারে।

রঙ গাঢ় করতে লেবু-চিনির জল বা শুকনো খোলায় লবঙ্গ সেঁকে তার ধোঁয়া নিন। এতে রঙও টেকসই হবে আর ত্বকও থাকবে নিরাপদ।

মেহেন্দি লাগানোর পর যদি সামান্যতম অস্বস্তি বা জ্বালা শুরু হয়, তবে দেরি না করে দ্রুত ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। জায়গাটি বেশি ঘষবেন না। যদি ফুসকুড়ি বা ফোস্কা দেখা দেয়, তবে বাড়িতে ডাক্তারি না করে সরাসরি কোনও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। মনে রাখবেন, একদিনের সাজের চেয়ে আপনার সুস্বাস্থ্য অনেক বেশি মূল্যবান।

বিয়ের বাজার শুরুর আগে ঘরে আনুন এই ৫টি জিনিস

যেকোনও শুভ কাজের শুরুতেই আমরা গণেশ বন্দনা করি। শাস্ত্র মতে, বিয়ের কেনাকাটা শুরুর আগে বাজার থেকে একটি সুপারি কিনে আনুন এবং তা ভক্তিভরে গণেশের চরণে অর্পণ করুন। বিশ্বাস করা হয়, এতে সিদ্ধিদাতা গণেশ তুষ্ট হন এবং বিয়ের পুরো প্রক্রিয়ায় কোনওরকম ঝামেলার ছায়া পড়তে দেন না। গণেশের কৃপায় দাম্পত্যে সুখের অভাব হয় না কখনও। সানাই বাজার প্রস্তুতি শুরু? কার্ড ছাপানো থেকে মেনু কার্ড, বিয়ের শপিং, আত্মীয়দের জন্য কেনাকাটা- সব মিলিয়ে ফর্দ লম্বা হতে শুরু করেছে? কিন্তু জানেন কি, বেনারসি কিংবা বরের পাঞ্জাবি কিনতে শপিং মলে ঢোকার আগে বাঙালির শাস্ত্র মতে বিশেষ কিছু নিয়ম রয়েছে? হিন্দু শাস্ত্র জানাচ্ছে, বিয়ের প্রথম কেনাকাটাটি করার আগে বাড়িতে ৫টি শুভ জিনিস নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। মনে করা হয়, এই সাধারণ টোটকাগুলি মানলে বিয়ের আয়োজনে কোনও বাধা আসে না এবং হবু দম্পতির ভবিষ্যৎ জীবন হয় নির্ঝঞ্ঝাট। বিঘ্নহর্তার আশীর্বাদে সুপারি- যেকোনও শুভ কাজের শুরুতেই আমরা গণেশ বন্দনা করি। শাস্ত্র মতে, বিয়ের কেনাকাটা শুরুর আগে বাজার থেকে একটি সুপারি কিনে আনুন এবং তা ভক্তিভরে গণেশের চরণে অর্পণ করুন। বিশ্বাস করা হয়, এতে সিদ্ধিদাতা গণেশ তুষ্ট হন এবং বিয়ের পুরো প্রক্রিয়ায় কোনওরকম ঝামেলার ছায়া পড়তে দেন না। গণেশের কৃপায় দাম্পত্যে সুখের অভাব হয় না কখনও।

কুনজর কাটাতে মোক্ষম হাতিয়ার: নুন- বিয়ের বাড়ি মানেই অগুন্তি লোকের আনাগোনা। আর ভিড় বাড়লে 'নজর' লাগার ভয়ও থেকে যায়। কেনাকাটা বা ঘর সাজানোর কাজ শুরুর আগেই এক প্যাকেট নুন কিনে আনুন। তবে মনে রাখবেন, এই নুন কিন্তু রান্নাঘর থেকে নেওয়া চলবে না। নতুন কেনা নুন একটি বাটিতে ভরে সদর দরজার পাশে রাখুন। প্রতি সপ্তাহে এই নুন বদলে বাইরে ফেলে দিন। এতে বাড়ির সমস্ত নেতিবাচক শক্তি দূর হবে এবং বিয়ের আনন্দ অটুট থাকবে। সম্পর্কের মাধুর্য্য বজায় রাখবে গুড় সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেন সারাজীবন মিষ্টি ভাব বজায় থাকে, তার জন্য কেনাকাটা শুরুর আগেই ঘরে আনুন গুড়। জ্যোতিষ মতে, গুড় লক্ষ্মীদেবীকে অর্পণ করলে মঙ্গলের অশুভ প্রভাব কাটে। ফলে বিয়ের পর দম্পতির মধ্যে ছোটখাটো অশান্তি হওয়ার সম্ভাবনা কমে এবং সম্পর্কের মিষ্টত্ব বজায় থাকে আজীবন।

রক্ষাকবচ হিসেবে রঙিন সুতো- হিন্দু ধর্মে বিভিন্ন রঙের পবিত্র সুতোর মাহাত্ম্য অপরিসীম। কেনাকাটার শুভ মহরৎ করার আগে দোকান থেকে কিছু রঙিন সুতো কিনে ঠাকুরের সিংহাসনে ছুঁইয়ে রাখুন।

খালি পেটে আমলকী খাওয়া সবার ক্ষেত্রে ঠিক না

আপনার কি সম্প্রতি কোনও অস্ত্রোপচার হয়েছে বা হওয়ার কথা রয়েছে? তবে আমলকী থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমলকী রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে অস্ত্রোপচারের সময় অতিরিক্ত রক্তপাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়। চিকিৎসকদের মতে, যেকোনও অপারেশনের অন্তত দুই সপ্তাহ আগে থেকে আমলকী খাওয়া বন্ধ রাখা উচিত। কথায় আছে, 'মর্নিং শোজ দ্য ডে'। অনেকেরই সকাল শুরু হয় এক গ্লাস আমলকীর রস দিয়ে। আয়ুর্বেদ থেকে শুরু করে আধুনিক ডায়েট চার্টসব জায়গাতেই আমলকীকে রাখা হয় 'সুপারফুড'-এর তালিকায়। ভিটামিন-সি আর অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের খনি এই ফলটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠটা জেনে খাচ্ছেন তো? সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসেছে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য। যে আমলকী শরীরকে চনমনে রাখে, সেই আমলকীই নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য হয়ে উঠতে পারে বিষের সমান। বিশেষ করে খালি পেটে বা অতিরিক্ত পরিমাণে এই ফল খেলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে এর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে।

কাদের জন্য আমলকী বিপজ্জনক? রক্তে শর্করার মাত্রা যাদের কম: আমলকী সাধারণত সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কিন্তু যাঁদের ব্লাড সুগার লেভেল এমনিতেই কম, তাঁরা অতিরিক্ত আমলকী খেলে বিপদে পড়তে পারেন। বিশেষ করে যারা ডায়াবেটিসের ওষুধ খাচ্ছেন, তাদের ক্ষেত্রে হুট করে সুগার লেভেল অস্বাভাবিক কমে গিয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিডনির রোগীদের বাড়তি সতর্কতা:

আমলকীতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম এবং অক্সালেট থাকে। যাঁদের কিডনিতে পাথরের সমস্যা রয়েছে বা যারা কিডনি জনিত দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন, তাদের জন্য এই ফলটি যম হয়ে দাঁড়াতে পারে। অক্সালেট পাথর জমার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

সার্জারির আগে বা পরে:

আপনার কি সম্প্রতি কোনও অস্ত্রোপচার হয়েছে বা হওয়ার কথা রয়েছে? তবে আমলকী থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমলকী রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে অস্ত্রোপচারের সময় অতিরিক্ত রক্তপাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়। চিকিৎসকদের মতে, যেকোনও অপারেশনের অন্তত দুই সপ্তাহ আগে থেকে আমলকী খাওয়া বন্ধ রাখা উচিত। অ্যাসিডিটি ও পেটের গোলযোগ: আমলকী স্বাদে টক এবং প্রকৃতিগতভাবে অ্যাসিডিক। যাদের বুক জ্বালাপোড়া বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা প্রবল, খালি পেটে আমলকী খেলে তাদের অস্বস্তি কয়েক গুণ বেড়ে যেতে পারে। এতে থাকা ফাইবার হজমে সাহায্য করলেও, অতিরিক্ত অ্যাসিড পেটের আলসারের রোগীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে।

লিভারের সমস্যায় যারা ভুগছেন: আমলকী লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু আদা বা গোলমরিচের সঙ্গে মিশিয়ে অতিরিক্ত আমলকী খেলে তা লিভারের এনজাইমের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এটি লিভারের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কোনও খাবারই সবার জন্য সমান নয়। আমলকীর হাজার গুণ থাকলেও নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝে তবেই এটি ডায়েটে রাখা উচিত। বিশেষ করে যাঁরা নিয়মিত কোনও জটিল রোগের ওষুধ খাচ্ছেন, তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আমলকীকে 'সুপারফুড' ভেবে প্রতিদিন খাবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

টিপিপি, গণমঞ্চ এবং কংগ্রেসের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে। ছবি নিজস্ব।

দিল্লিতে এলপিজি কালোবাজারি চক্র ভেঙে দিল পুলিশ, গ্রেফতার ৩; উদ্ধার ৭৪ সিলিন্ডার

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: দিল্লি পুলিশ রবিবার জানিয়েছে, রাজধানীর মহিপালপুর এলাকায় চলা অবৈধ এলপিজি মজুত ও কালোবাজারি চক্রের পর্দাফাঁস করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, অভিযানে মোট ৭৪টি এলপিজি সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে, যার মধ্যে ৭০টি গৃহস্থালি এবং ৪টি বাণিজ্যিক সিলিন্ডার। পাশাপাশি একটি টাটা এস গোল্ড গাড়ি, ওজন মাপার যন্ত্র এবং গ্যাস স্থানান্তরের সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

শনিবার গাড়ি চুরি বিরোধী স্কোয়াড (ঞ্জছ) একটি বিশেষ অভিযানে তিন অভিযুক্তকৃষ্ণ (৩৩), দিনেশ সাহু (৪৬) এবং মিথিলেশ (৩৯)-কে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তারা মূলত বিহারের বাসিন্দা হলেও গত ২০—২৫ বছর ধরে দিল্লিতে বসবাস করছিল এবং প্রায় তিন বছর ধরে এই অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

গোপন সূত্রে তথ্য পেয়ে ২১ মার্চ মহিপালপুরের একটি ঠিকানায় হানা দেয় পুলিশ। অভিযানে বিপুল পরিমাণ এলপিজি সিলিন্ডার এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম উদ্ধার হয়। অভিযুক্তরা কোনও বৈধ লাইসেন্স বা অনুমতি দেখাতে পারেনি।

জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা জানিয়েছে, তারা বেশি লাভের আশায় বিল ছাড়া স্থানীয়দের কাছে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি করত। এছাড়া ভরা সিলিন্ডার থেকে খালি সিলিন্ডারে গ্যাস স্থানান্তর করে সরবরাহে কারচুপি করত।

পুলিশের দাবি, রাজধানীতে গ্যাসের ঘাটতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই ধরনের কালোবাজারির বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে। এর আগেও মুন্ডকা এলাকা থেকে ৬১০টি এবং শাকরপুর থেকে আরও বেশ কয়েকটি সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে।

অধিকারিকরা জানিয়েছেন, কিছু ডিস্ট্রিবিউটরের বিরুদ্ধে এলপিজি সিলিন্ডার কালোবাজারে সরানোর অভিযোগ পাওয়ার পরেই এই বিশেষ অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

সপ্তম বেতন কমিশনে সব শিক্ষককে অন্তর্ভুক্তির দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি শিক্ষকদের সংগঠনের

কলকাতা, ২২ মার্চ: রাজ্যের সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে লিখিত আবেদন জানাল বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঠানো ওই চিঠিতে অবিলম্বে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানানো হয়েছে। সংগঠনের এক সদস্য রবিবার জানান, শনিবারই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাজ্য বাজেট পেশের সময় মুখ্যমন্ত্রী সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করেন। তবে বিধানসভায় দেওয়া সেই বিবৃতিতে মূলত সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রেই এই কমিশনের সুবিধা প্রযোজ্য হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছিল। শিক্ষক, শিক্ষা কর্মী এবং সরকার-পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি বলেই দাবি সংগঠনের।

সংগঠনের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীরা রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে আসছেন। তাঁদের বেতন কাঠামো, আর্থিক নিরাপত্তা এবং কর্মপরিবেশের উন্নতির জন্য সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় আনা অত্যন্ত জরুরি।

তাদের আরও দাবি, যদি এই সুবিধা শুধুমাত্র সরকারি কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রের একটি বড় অংশ বঞ্চিত হবে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দ্রুত কমিশনের গাইডলাইন প্রকাশের দাবি জানানো হয়েছে, যাতে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীসহ সমস্ত যোগ্য কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা নিশ্চিত করা যায়।

সংগঠনের নেতা স্বপন মণ্ডল স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়েছে। এক সদস্য বলেন, "আমরা আশা করি মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবেন।"

আসিম মুনিরের সিদ্ধান্তে গভীর সংকটে পাকিস্তান, বেরিয়ে আসা কঠিন: রিপোর্ট

ইসলামাবাদ, ২২ মার্চ: পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির-এর "অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে" দেশটি এক জটিল সংকটে পড়েছে, যেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিনএমনই দাবি করা হয়েছে একটি প্রতিবেদনে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সীমান্ত পেরিয়ে বিমান হামলা চালানোর পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়েছে। ডুরান্ড লাইন বরাবর এই আক্রমণের ফলে আফগান তালেবান-কেও শত্রুর তালিকায় যুক্ত করেছে ইসলামাবাদ, বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউরেশিয়া পর্যালোচনা-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ড্রোন ও সশস্ত্র হেলিকপ্টার ব্যবহার করেও খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তানে পাকিস্তানি সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা কমেনি। বরং এই পরিস্থিতির মধ্যেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 'খোলা যুদ্ধ' ঘোষণা করে সংকট আরও ঘনীভূত করেছেন মুনির।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই অবস্থায় নিকট ভবিষ্যতে পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিজেকে 'বিশ্বশান্তির দূত' হিসেবে তুলে ধরা সত্ত্বেও তিনি এই সংঘাতে হস্তক্ষেপ করেননি, যা তাঁর অবস্থান নিয়ে সন্দেহ তৈরি করছে।

প্রাক্তন ভারতীয় সেনা আধিকারিক নীলেশ কুনওয়ার তাঁর বিশ্লেষণে দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে আফগানিস্তানকে চাপ দিতে গিয়ে এই সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর মতে, ইতিহাসে বহু সাম্রাজ্যের "সমাধিক্ষেত্র" হিসেবে পরিচিত আফগানিস্তানকে কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে বশ মানানো সম্ভব নয়।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের মতো শক্তিশালী জোটও ইরানকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি, ফলে কাবুলের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রত্যাশা অবাস্তব।

সামগ্রিকভাবে, এই পরিস্থিতি পাকিস্তানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে বলে বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে।

টানা দ্বিতীয় বছর দেশের শীর্ষ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা আদানি ইলেকট্রিসিটি

মুম্বই, ২২ মার্চ: টানা দ্বিতীয় বছরের মতো দেশের শীর্ষ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা হিসেবে নিজের স্থান ধরে রাখল আদানি ইলেকট্রিসিটি মুম্বাই লিমিটেড। সংস্থাটি ৯২.৫ স্কোর পেয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছে বলে শনিবার জানানো হয়েছে।

আদানি গ্রুপ-এর অংশ এই সংস্থাটি দেশজুড়ে মূল্যায়ন করা ৬৬টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার মধ্যে ঙৃ রেটিং পেয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা, সঠিক বিলিং এবং গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তির দক্ষতাই এই সাফল্যের মূল কারণ বলে জানানো হয়েছে।

সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও কান্দার্প প্যাটেল বলেন, "পরপর দ্বিতীয়বার শীর্ষ স্থানে থাকা আমাদের দলের ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলার প্রতিফলন। এটি শুধু কর্মক্ষমতার মাপকাঠি নয়, গ্রাহকদের আমাদের প্রতি আস্থারও প্রতিচ্ছবি।"

তিনি আরও জানান, মুম্বই শহরে নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সংস্থাটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উল্লেখ্য, দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাত ধীরে ধীরে কর্মদক্ষতা-নির্ভর মডেলের দিকে এগোচ্ছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় এবং আরইসি লিমিটেড যৌথভাবে প্রকাশিত 'ডিস্ট্রিবিউশন ইউটিলিটিজ র‍্যাঙ্কিং' এবং 'কনজিউমার সার্ভিস রেটিং অব ডিসকমস'-এ এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা গেছে।

এই মূল্যায়নে দেখা গেছে, গ্রাহক পরিষেবার মান উন্নত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি সংস্থা ঙৃ, ঙ ও ঙ্কৃ রেটিং অর্জন করেছে। মোট ছয়টি সংস্থা ঙৃ রেটিং পেয়েছে, এবং কোনও সংস্থাই সর্বনিম্ন স্তরে পড়েনি।

মুম্বইয়ে ৩০ লক্ষেরও বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দেওয়া আদানি ইলেকট্রিসিটি আর্থিক ও পরিচালন দক্ষতা, রিসোর্স ব্যবস্থাপনা, সরবরাহ পরিকল্পনা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে এগিয়ে রয়েছে।

শীর্ষ পারফরমারদের তালিকায় আরও রয়েছে টাটা পাওয়ার দিল্লি ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড, নয়ডা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড, দক্ষিণ গুজরাত বিজ কোম্পানি লিমিটেড এবং বৃহন্মুম্বাই ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিং।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার এই যৌথ সাফল্য প্রমাণ করছে যে সুশাসন, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্যকর বাস্তবায়নই ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হবে।

ভারত—মার্কিন সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা: স্মরণে রবার্ট মুলার

ওয়াশিংটন, ২২ মার্চ: রবার্ট এস. মুলার (তৃতীয়), যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর প্রাক্তন পরিচালক, তাঁর মৃত্যুর পর ভারতে স্মরণ করা হচ্ছে ভারত---মার্কিন সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা জোরদারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য। ৮১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মুলারের কর্মজীবন মূলত ৯/১১-পরবর্তী আমেরিকার নিরাপত্তা কাঠামো গঠনের সঙ্গে জড়িত হলেও, ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। ২০০২ সালের জানুয়ারিতে, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা-এর পরপরই এবং ভারতের সংসদে হামলার কিছুদিন পর, তিনি প্রথমবার ভারতে সফর করেন।

নয়াদিল্লিতে তিনি ভারতীয় আধিকারিকদের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান, যৌথ তদন্ত এবং সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সফরই দুই দেশের নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেয়।

পরবর্তীতে ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলা-এর পর সেই সম্পর্ক আরও গভীর হয়। ২০০৯ সালের শুরুতে মুলার আবার ভারতে আসেন, যখন মুম্বই হামলার অভিঘাতে দেশ তখনও বিপর্যস্ত।

সে সময় তিনি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম. কে. নারায়ণন এবং শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে হামলার তদন্ত, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এবং প্রমাণ ও তথ্য ভাগাভাগির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মুলারের নেতৃত্বে এফবিআই দল ভারতীয় তদন্তকারীদের সঙ্গে কাজ করে হামলার ডিজিটাল প্রমাণ বিশ্লেষণ, যোগাযোগের তথ্য পুনর্গঠন এবং ফরেনসিক তদন্তে সহায়তা করে। এতে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি নেটওয়ার্কের সঙ্গে হামলাকারীদের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা মেলে।

পরবর্তীতে তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ কোনও এক দেশের সমস্যা নয়, বরং এটি একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, যার মোকাবিলায় সমন্বিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ প্রয়োজন।

এই সময় থেকেই ভারত—মার্কিন সহযোগিতা নতুন রূপ পায়। গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় দ্রুততর ও সংগঠিত হয়, এবং সাইবার ফরেনসিক, সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধ, বিমান নিরাপত্তা ও যৌথ তদন্ত ব্যবস্থায় সহযোগিতা বাড়ে।

যদিও যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর উত্তরাধিকার কিছুটা বিতর্কিত, তবুও ভারতে তাঁকে মূলত সহযোগিতার প্রতীক হিসেবেই দেখা হয়।

মার্কিন রাজনীতিতে তাঁর মৃত্যুতে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর মৃত্যুতে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। অন্যদিকে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও বারাক ওবামা তাঁর জনসেবার প্রশংসা করেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মুলারের ভারত সফরবিশেষ করে ২০০২ ও ২০০৯ সালেএকটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কে চিহ্নিত করে, যখন দুই দেশের সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা কথোপকথন থেকে বাস্তবিক কার্যক্রমে রূপান্তরিত হয়।

আজও সেই কাঠামোই ভারত---মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে, যা সীমান্ত পার সন্ত্রাসবাদ থেকে ডিজিটাল চরমপন্থা পর্যন্ত বিভিন্ন হুমকির মোকাবিলায় সহায়ক।

ছোট দোকান থেকে বড় উদ্যোগ: পিএমইজিপি প্রকল্পে বদলে গেল পাটনার যুবকের ভাগ্য

পাটনা, ২২ মার্চ: কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (পিএমইজিপি) প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে ছোট দোকান থেকে সফল ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন বিহারের শেখপুরার বাসিন্দা অশোক কুমার। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি আজ একটি বড় ফার্নিচার ব্যবসার মালিক।

একসময় ছোট দোকান চালিয়ে কোনওমতে সংসার চালাতেন অশোক। আয় ছিল সীমিত, পরিবারের খরচ মেটানোই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থেকেই তিনি নতুন পথ খুঁজতে শুরু করেন।পিএমইজিপি প্রকল্প সম্পর্কে জানার পর তিনি নিজের ব্যবসা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং এই প্রকল্পের আওতায় আবেদন করেন। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি আর্থিক সহায়তা পান, যা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।এই সহায়তার ভিত্তিতে তিনি ছোট দোকানকে সম্প্রসারণ করে একটি বড় ফার্নিচার গুদাম তৈরি করেন।

বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠানে চেয়ার-টেবিলের পাশাপাশি আলমারি, সোফা সেট এবং অফিস ফার্নিচারও তৈরি হয়।শেখপুরা ও আশপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ তাঁর গুদামে পণ্য কিনতে আসেন। ব্যবসা শুরুর পর থেকেই তাঁর আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।সংবাদ সংস্থাকে অশোক বলেন, "এই প্রকল্পের সুবিধা না পেলে হয়তো আজও ছোট দোকানই চালাতাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে এজন্য ধন্যবাদ জানাই।"তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্প ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য এক বড় সুযোগ তৈরি করেছে। "আমাদের মতো অনেকেই কিছু করতে চায়, কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রকল্প সেই বাধা দূর করেছে," বলেন তিনি।অশোকের মতে, এই উদ্যোগ গ্রামীণ যুবকদের স্বনির্ভর হতে এবং নিজেদের এলাকায় ব্যবসা গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করছে।

দিল্লিতে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এমসিডির সহকারী ইঞ্জিনিয়ার গ্রেপ্তার, সিবিআইয়ের ফাঁদে ধরা

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অব দিল্লি (এমসিডি)-র এক সহকারী ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। শনিবার এই তথ্য জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।ধৃতের নাম হুকম সিং মীনা। তিনি এমসিডির শাহদরা সাউথ জোনের গাজীপুরে অবস্থিত কিউসি অফিসে কর্মরত ছিলেন। অভিযোগ, একটি বিল যাচাই সংক্রান্ত ফাইল ক্লিয়ার করার জন্য তিনি অভিযোগকারীর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেছিলেন।সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৮ মার্চ এই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়। এরপর ১৯ মার্চ সংস্থার পক্ষ থেকে ফাঁদ পাতা হয়। অভিযানের সময় মীনাকে ১৮ হাজার টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়।গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে।সিবিআই জানিয়েছে, সরকারি দপ্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে নাগরিকদের অনুরোধ করা হয়েছে, সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ বা অনিয়মের ঘটনা সামনে এলে তা জানাতে, যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ১৭ মার্চ ঝাড়খণ্ডে সাউথ ইস্টার্ন রেলের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রবীন্দ্র কুমারকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। তার আগে ১৬ মার্চ উত্তরপ্রদেশে একটি বেসরকারি হাসপাতালকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে এক চিকিৎসক ও এক হাসপাতাল কর্মীকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

ভারত বিশ্ব ফার্মা ও মেডটেক হাবে পরিণত হচ্ছে, জিডিপি বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নেবে: জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং শনিবার জানিয়েছেন, ভারত ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী ফার্মা অর্থনীতিতে পরিণত হচ্ছে, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-তে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

রাজধানীতে আয়োজিত এক 'হেলথকেয়ার সামিট'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল, মেডটেক এবং উৎপাদন ব্যবস্থা এখন বিশ্বমানের সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা সমাধান তৈরির মাধ্যমে ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করছে।

মন্ত্রী জানান, আলোচনার মূল দুটি বিষয় ছিল 'মেড ইন ইন্ডিয়া' এবং 'গুণমান'। তিনি বলেন, এই খাত বর্তমানে বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে বিশ্বমানের গুণগত মান, দেশীয় উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও শিল্পের সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

গত এক দশকে ভারতের স্বাস্থ্য খাতে বড় পরিবর্তন এসেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগে যেখানে দেশটি আমদানিনির্ভর ছিল, এখন সেখানে দেশীয় সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এগোচ্ছে।

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, একসময় গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সরঞ্জাম, ইমপ্লান্ট এবং উন্নত ওষুধের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে হতো, ফলে চিকিৎসা ব্যয়বহুল হয়ে উঠত এবং সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকত।

"এখন ভারত নিজস্ব অ্যান্টিবায়োটিক, ভ্যাকসিন এবং উন্নত থেরাপি তৈরি করছে, যা আত্মনির্ভরতার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ," বলেন মন্ত্রী।

কোভিড-১৯ মহামারির প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, ঞ্চঞ্জঋজ্জঙ্গ-১৯ চলাকালীন ভারত শুধু নিজস্ব ভ্যাকসিনই তৈরি করেনি, বরং সেগুলি বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করে একটি নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা অংশীদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গুণগত মান সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশীয় পণ্য এখন আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। "স্টেন্ট, ভেন্টিলেটর এবং ডায়াগনস্টিক সরঞ্জামের মতো দেশীয় মেডিক্যাল ডিভাইস এখন নিরাপত্তা, কার্যকারিতা এবং সাশ্রয়ী মূল্যের নিশ্চয়তা দিচ্ছে," বলেন তিনি।

মন্ত্রী আরও জানান, 'প্রোমোশন অফ রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন ইন ফার্মা-মেডটেক' (ঞ্চট্টজ্জঞ্চ) প্রকল্পের মতো নীতিগত উদ্যোগ, যার বাজেট ৫,০০০ কোটি টাকা, ভারতের লক্ষ্যকে নিম্নমূল্যের উৎপাদন থেকে উচ্চমূল্যের উদ্ভাবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্ব মেডিক্যাল ডিভাইস বাজারে ভারতের অংশ প্রায় ১.৫ শতাংশ। ন্যাশনাল মেডিক্যাল ডিভাইস পলিসি ২০২৩-এর মাধ্যমে এই অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

বাংলাদেশের 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রকল্পে আর্থিক চাপের আশঙ্কা, সামাজিক খাতে কাটছাঁটের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (আইএএনএস): বাংলাদেশ সরকারের চালু করা 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রকল্প দেশের আর্থিক ব্যবস্থার উপর বড় চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে পারে বলে সতর্ক করেছে একটি নতুন প্রতিবেদন।

দ্য ডেইলি স্টার-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি পরিবারকে মাসে ২,৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও, তা বাস্তবায়নে বড় ধরনের আর্থিক সংকট তৈরি হতে পারে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত বিশ্বের অন্যতম কম। পাশাপাশি জাতীয় বাজেটে ঋণের সুদ ও বিদ্যুৎ ভর্তুকির মতো অনমনীয় খরচ থাকায় নতুন এই ধরনের নিয়মিত ব্যয়ভার বহন করা কঠিন হবে।

এই প্রকল্পে বড় আকারে অর্থায়ন করতে গেলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের বাজেট থেকে অর্থ সরাতে হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

তবে এমন পদক্ষেপকে 'স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন' বলে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এতে দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

একইসঙ্গে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-তে বরাদ্দ কমে গেলে অবকাঠামো উন্নয়ন ধীরগতি হবে এবং উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যেতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনায় সুবিধার দিকগুলিই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে, কিন্তু এর আর্থিক মূল্য ও সম্ভাব্য ক্ষতির দিকটি উপেক্ষিত হচ্ছে।

সরকারকে পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, নতুন প্রকল্প যোগ করার বদলে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোর সংস্কারের সুযোগ হিসেবে বিষয়টি দেখা উচিত।

বর্তমানে দেশে ২৬টি মন্ত্রকের অধীনে প্রায় ১৪০টি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু রয়েছে, তবে এগুলির অন্তর্ভুক্তি ও বঞ্চনার ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা রয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃত দরিদ্রদের পরিবর্তে অন্যদের কাছে অর্থ পৌঁছালে এই প্রকল্প অপচয়ে পরিণত হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি আরও জানায়, শুধুমাত্র নগদ সহায়তা সাময়িকভাবে দারিদ্র্য কমাতে পারে, তবে পুষ্টি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের মতো সহায়ক পরিষেবার সঙ্গে মিলিত কর্মসূচিই দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর সমাধান দিতে পারে।

ভোটকেন্দ্রে বাধ্যতামূলক সুবিধা ও সহায়তা নিশ্চিতের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেশের সব ভোটকেন্দ্রে ন্যূনতম নিশ্চিত সুবিধা ও সমন্বিত ভোটার সহায়তা প্রদানের নির্দেশ জারি করেছে।
গত ১৫ মার্চ কমিশন আসাম, কেরালা, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ-এর বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করে। পাশাপাশি ছয়টি রাজ্যে উপনির্বাচনের কথাও জানানো হয়।
কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, যাতে মোট ২, ১৮,৮০৭টি ভোটকেন্দ্রেই প্রয়োজনীয় সমস্ত সুবিধা ও ভোটার সহায়তা ব্যবস্থা থাকে।
এএমএফ-এর আওতায় থাকবেপানীয় জলের ব্যবস্থা, ছায়াযুক্ত অপেক্ষা স্থান, জলসহ শৌচালয়, পর্যাপ্ত আলো, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত ঢালযুক্ত র‍্যাম্প, মানসম্মত ভোটকক্ষ এবং পরিষ্কার নির্দেশিকা সাইনবোর্ড। ভোটারদের সুবিধার্থে লাইনে নির্দিষ্ট দূরত্বে বেঞ্চ বসানোরও নির্দেশ দিয়েছে কমিশন, যাতে অপেক্ষার সময় বসার সুযোগ থাকে।
ভোটার সচেতনতা বাড়াতে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে চারটি মানসম্মত 'ভোটার ফ্যাসিলিটেশন পোস্টার' প্রদর্শনের কথাও বলা হয়েছে। এতে ভোটকেন্দ্রের তথ্য, প্রার্থীদের তালিকা, করণীয় ও বর্জনীয়, অনুমোদিত পরিচয়পত্রের তালিকা এবং ভোটদানের প্রক্রিয়া উল্লেখ থাকবে।
এছাড়া প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে 'ভোটার অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ' স্থাপন করা হবে। এখানে বুথ লেভেল অফিসার ও অন্যান্য কর্মীরা ভোটারদের তাদের বুথ নম্বর ও ভোটার তালিকায় সিরিয়াল নম্বর খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন। ভোটারদের সুবিধার জন্য নতুনভাবে চালু করা হয়েছে মোবাইল ফোন জমা রাখার ব্যবস্থাও। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের আগে ভোটাররা বন্ধ মোবাইল নির্দিষ্ট স্বেচ্ছাসেবকের কাছে জমা দিয়ে ভোটদান শেষে তা সংগ্রহ করতে পারবেন।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই সমস্ত নির্দেশ কঠোরভাবে মানা বাধ্যতামূলক এবং নিরবচ্ছিন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে আগেভাগেই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মোদির দীর্ঘতম মেয়াদ জনগণের আস্থার প্রতিফলন: চিরাগ পাসওয়ান

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী-র দীর্ঘতম মেয়াদ পূর্ণ হওয়াকে দেশের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাসওয়ান বলেন, "এটি শুধু প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিকের সাফল্য, যারা তাঁর নেতৃত্ব ও ভিশনের উপর ভরসা রেখেছেন। এত দীর্ঘ সময় ধরে দেশের সর্বোচ্চ স্তরে দায়িত্ব পালন করা কোনও ছোট বিষয় নয়।"
তিনি আরও বলেন, বিশ্বজুড়ে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ভারতের স্থিতিশীলতা প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক দক্ষতা ও দূরদর্শী নীতির ফল। তাঁর দাবি, "আজ ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। আন্তর্জাতিক বাজারও ভারতের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছেএ সবই প্রধানমন্ত্রীর নীতি ও চিন্তাভাবনার ফল।"
এদিকে, বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র আর. পি. সিং বলেন, "দেশের ১৪০ কোটির মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিরলস কাজই তাঁর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়াচ্ছে। তাঁর নীতিনির্ধারণে স্পষ্টতা রয়েছে, যা তাঁকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করেছে।" বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খাণ্ডেলওয়াল বলেন, "এটি প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য গর্বের বিষয়। নিরবচ্ছিন্ন প্রশাসনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নতুন নেতৃত্বের মানদণ্ড স্থাপন করেছেনপ্রথমে গুজরাতে, পরে সারা দেশে।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

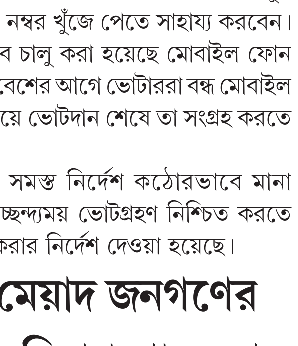

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এডিসি নির্বাচনে লড়াইয়ে প্রস্তুত কংগ্রেস: আশিস

আগরতলা, ২২ মার্চ: আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ২৮ টি আসনে লড়াই প্রস্তুত প্রদেশ কংগ্রেস। বিগত দু মাস ধরে আদিবাসী কংগ্রেস নির্বাচনী প্রস্তুতিতে জোর কদমে কাজ করে চলেছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। পাশাপাশি দুটি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে জোটের ইঙ্গিত দিলেন তিনি।
এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সহ একাধিক শীর্ষ নেতা। বৈঠক শেষে আশিস কুমার সাহা জানান, এডিসির মোট ২৮টি আসনেই প্রার্থী দেবে কংগ্রেস। পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায় শক্তি বাড়াতে দুটি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে জোট গঠনের আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।
তিনি জানদন, প্রতিটি কেন্দ্রের প্রার্থী প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং অভ্যন্তরীণ অনুমোদনের পর খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। কংগ্রেসের লক্ষ্য, আঞ্চলিক মিত্রদের সঙ্গে সমন্বয় করে বিজেপি ও তিপরা মথার বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলা।
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আশিস কুমার সাহা বলেন, কংগ্রেস প্রতিটি নির্বাচনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে। আমরা সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরব এবং সামগ্রিক উন্নয়নের রূপরেখা মানুষের সামনে রাখব। আঞ্চলিক মিত্রদের সমর্থনে আমরা পাহাড়ে বিজেপি ও মথাকে পরাজিত করতে আত্মবিশ্বাসী।
তিনি আরও জানান, নতুন মুখকে প্রাধান্য দেওয়া এবং জোটের সমর্থন কংগ্রেসকে সেইসব জনজাতি ভোটারের কাছে পুনরায় পৌঁছাতে সাহায্য করবে, যারা গত কয়েক বছরে দল থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর কংগ্রেস তাদের প্রচারে উন্নয়ন, জনজাতি কল্যাণ এবং তৃণমূল ক্ষমতায়নের বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেবে।

এডিসি নির্বাচন : শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে কৈলাসহরে সর্বদলীয় প্রশাসনিক বৈঠক

কৈলাসহর, ২২ মার্চ : আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে কৈলাসহরে প্রশাসনিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্রিয় হচ্ছে প্রশাসন ও পুলিশ।
এই প্রেক্ষিতে রবিবার দুপুরে কৈলাসহর থানা প্রাঙ্গণে এক গুরুত্বপূর্ণ সর্বদলীয় প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের মূল লক্ষ্য ছিল আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও সভায় অংশগ্রহণ করেন।
আলোচনায় উঠে আসে নির্বাচনী প্রচারপর্ব থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়টি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, কোনো অবস্থাতেই নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন বরদাস্ত করা হবে না।
এছাড়া সম্ভাব্য উত্তেজনা এড়াতে এবং অবাধ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করে পুলিশ প্রশাসন। রাজনৈতিক সংঘর্ষ রোধ এবং সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে এই ধরনের উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন সংশ্লিষ্ট মহল।
এখন দেখার, নির্বাচনের দিন পর্যন্ত এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কতটা বজায় থাকে।

মাতাবাড়ি থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা: সিপাহীজলায় প্রাণ গেল সরস্বতী সরকারের, আহত ৩

বিশালগড়, ২২ মার্চ : মাতাবাড়ি থেকে নতুন গাড়ি পুজো দিয়ে ফেরার পথে সিপাহীজলা জেলার নৌকাঘাট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা। রবিবার এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এক মহিলা এবং আরও তিনজন গুরুতরভাবে আহত হন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নতুন গাড়ি পুজো দিয়ে ফেরার সময় একটি ইলেকট্রিক অটো এবং একটি মারুতি ইকোর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যানবাহন দুটি, ফলে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা লাগে।
সংঘর্ষের বিকট শব্দে আশপাশের মানুষ ছুটে এসে দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। গুরুতর আহত তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।
এই দুর্ঘটনায় নিহত মহিলার নাম সরস্বতী সরকার বলে জানা গেছে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং অতিরিক্ত গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মোদির 'অতুলনীয় সেবা'র প্রশংসায় অমিত শাহ, ৮,৯৩১ দিনের মাইলফলকে শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র দীর্ঘদিনের জনসেবা এক নতুন যুগের সূচনা করেছে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার তিনি মোদির "অতুলনীয় সেবা"-র প্রশংসা করে বলেন, এই নেতৃত্বের ফলেই গড়ে উঠছে এক নতুন ভারত, যেখানে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষেরা নিজেদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছে এবং দেশ আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছে।
প্রসঙ্গত, ৮,৯৩১ দিন 'হেড অফ গভর্নমেন্ট' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ঐতিহাসিক নজির গড়েছেন নরেন্দ্র মোদি। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই দীর্ঘ সময়ের দায়িত্ব পালনে তিনি ভেঙেছেন সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন কুমার চামলিং-এর ৮,৯৩০ দিনের রেকর্ড।
অমিত শাহ বলেন, "এই মাইলফলক সেবা, কঠোর পরিশ্রম এবং অটল প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটি এক বিরল ঐতিহ্য, যা মানুষের অগাধ বিশ্বাস ও অতুলনীয় সেবার প্রতিফলন।"
সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ তিনি লেখেন, "মোদিজির দশকের পর দশক ধরে করা সেবা এক নিজস্ব যুগ তৈরি করেছে। দরিদ্রের অধিকার নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে উন্নয়নের নতুন মানদণ্ড স্থাপন এবং বিশ্বমঞ্চে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিসব ক্ষেত্রেই এই 'মোদি যুগ' ভারতের চেহারা বদলে দিয়েছে।"
তিনি আরও জানান, টানা ২৪ বছরের বেশি সময় একদিনের ছুটিও না নিয়ে দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকা মোদির অসাধারণ প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। তিনবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং তিনবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মানুষের আস্থা ও সমর্থন ক্রমাগত বেড়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
এদিকে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু-ও মোদির এই দীর্ঘ কর্মজীবনের প্রশংসা করে বলেন, "গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী৮,৯৩১ দিনের এই যাত্রা নিষ্ঠা, সততা ও 'ন্যাশন ফার্স্ট' শাসনের এক অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ।"

জুট মিল শ্রমিকদের দাবিতে ৪ এপ্রিল গণ ডেপুটেশনের সিদ্ধান্ত

আগরতলা, ২২ মার্চ : ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের ১১তম সম্মেলন এবং পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি জুটমিলের ৩য় সাধারণ অধিবেশন রবিবার আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন ও অধিবেশনে জুট মিল কর্মীদের ন্যায্য পাওনা মেটানোর দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী ৪ এপ্রিল জুট মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হবে। দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া দাবি-দাওয়া না মেটানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন শ্রমিক ও পেনশনাররা।
এ বিষয়ে যৌথ কনভেনার ধনমনি সিং জানান, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার এবং জুট মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা আন্দোলনের পথে হাঁটছেন।
তিনি আরও জানান, নির্ধারিত দিনে শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে জুট মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে গণ ডেপুটেশন প্রদান করবেন। দাবিগুলি দ্রুত মেটানো না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

সবুজ কণ্ঠের বসন্ত উৎসবে রঙে-গানে মুখর বিলোনিয়া শিশুউদ্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ মার্চঃ "ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল" শিল্পীদের কণ্ঠে বসন্তের এই সুরেই সূচনা হলো সবুজ কণ্ঠের পঞ্চম বর্ষের বসন্ত উৎসবের। দোল উৎসবকে ঘিরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় বিলোনিয়া পুর পরিষদ।
রবিবার সকাল প্রায় নয়টা নাগাদ বিলোনিয়া শিশুউদ্যানের বটবৃক্ষতল মুক্তাঙ্গনে একে অপরের কপালে আবীরের টিকা পরিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর কচিকাঁচা শিশু শিল্পীদের পাশাপাশি রুমঝুম ডান্স একাডেমি, সৃজন ডান্স একাডেমি এবং অন্যান্য শিল্পীদের পরিবেশনায় সঙ্গীত, কবিতা ও নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
গুটি গুটি পায়ে চারটি বসন্ত অতিক্রম করে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল সবুজ কণ্ঠ। পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই বসন্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুরপরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, প্রেস ক্লাবের সম্পাদক স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বাংলা একাডেমির সচিব কৃষ্ণ কুসুম পাল, কাউন্সিলর দীপা পাল সহ সবুজ কণ্ঠের কর্ণধার হরিপ্রসাদ মজুমদার।
অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন যদু গোপাল বৈদ্য। শিল্পী, সাহিত্যিক ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে এবং কচিকাঁচা শিল্পীদের প্রাণবন্ত পরিবেশনায় শিশুউদ্যানের মুক্তাঙ্গন এদিন এক উৎসবমুখর পরিবেশের সাক্ষী হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের প্রধানন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর
ইসলাম আলমগীর-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সেখানে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করা, গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি সমবায় এবং তৃণমূল স্তরে আর্থিক ক্ষমতায়ন নিয়ে মতবিনিময় হয়।
এছাড়া, তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহমদ-এর সঙ্গেও বৈঠক করেন। বৈঠকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় দুই দেশের যৌথ আত্মত্যাগের ঐতিহাসিক বন্ধনের বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করা হয়।
দুই পক্ষই পারস্পরিক সম্মান ও আস্থার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে একসঙ্গে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এডিসিতে কংগ্রেসকে একবার

● প্রথম পাতার পর
শক্তি না থাকলেও পাহাড়ে কংগ্রেসের জনসমর্থন রয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে মানুষ কংগ্রেসকেই সমর্থন করবে বলে আশাবাদী তিনি।

দুই গাড়ির সংঘর্ষে নিহত বৃদ্ধা

● প্রথম পাতার পর
করে হাসপাতালে পাঠান। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সরস্বতী সরকারের নামে এক বৃদ্ধার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি সরিয়ে স্বাভাবিক করা হয় যান চলাচল। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটলতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।
এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুতগতির যানবাহনের উপর নিয়ন্ত্রণ ও রাস্তায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

দেশের জ্বালানি

● প্রথম পাতার পর
কারণ এই পথ দিয়ে বিশ্বে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তেল-গ্যাস পরিবহন হয়।
এর আগের দিনই প্রধানমন্ত্রী মোদি ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান-এর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার ওপর জোর দেন এবং আন্তর্জাতিক নৌপথ খোলা ও নিরাপদ রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারত ইতিমধ্যেই তেল ও গ্যাস আমদানির উৎস বৈচিত্র্যময় করেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, যেমন নাইজেরিয়া থেকে আমদানি বাড়ানো হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ভারতের প্রায় ৭০ শতাংশ তেল আমদানি এখন উপসাগরীয় অঞ্চলের বাইরে থেকে আসছে।
এছাড়াও, এলপিজি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্যাস আমদানি বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যদিও এলপিজি নিয়ে কিছু উদ্বেগ রয়েছে, তবুও গ্রাহক স্তরে কোনও সরবরাহ ব্যাহত হয়নি বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

অবসর প্রাপ্ত টিএসআর

● প্রথম পাতার পর
তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। এবারের নির্বাচনে তারক সাহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের প্রার্থী বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বীণা মণ্ডল। ফলে কেন্দ্রটিতে ত্রিমুখী লড়াই জমে উঠেছে।
উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বহু-কোণীয় লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বীণা মণ্ডল ৩৪,৭৭২ ভোটে বিজেপি প্রার্থী বৃন্দাবন সরকারকে পরাজিত করে আসনটি জয় করেছিলেন।
সংবাদমাধ্যমকে তারক সাহা বলেন, দলের পক্ষ থেকে স্বরূপনগরের উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। দলের ভরসার মর্যাদা রেখে এগোতে চাই। আমি জয়ের ব্যাপারে ২০০ শতাংশ আশাবাদী। স্বরূপনগরকে নতুনভাবে গড়ে তোলাই আমার লক্ষ্য।
তিনি অভিযোগ করেন, গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের আমলে এলাকায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি এবং স্বরূপনগর এখনও অনগ্রসর রয়ে গেছে। সাহার মতে, কৃষিভিত্তিক এই অঞ্চলে রেল সংযোগ বাড়ানো গেলে চাষিরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবেন। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সহায়তার আশাও ব্যক্ত করেন তিনি।
টিএসআরে তারক সাহা ১৯৯৮ সালে ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নে রাইফেলম্যান হিসেবে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাকে পশ্চিম ত্রিপুরার রাধাকিশোর নগরে অবস্থিত ২ নম্বর ব্যাটালিয়নে নিয়োগ করা হয়। ২০১৯ সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি সেখানে কর্মরত ছিলেন।
স্বরূপনগর (এসসি) কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফায় আগামী ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং ফল ঘোষণা হবে ৪ মে।

ডুকলিতে ডি ওয়াই এফ আই-এর রক্তদান শিবির, ব্যাপক সাড়া

আগরতলা, ২২ মার্চ : রবিবার ডুকলী বিভাগীয় কমিটির সম্মেলন উপলক্ষে বড়দোয়ালী সিপিআইএম পার্টি অফিসে ডি ওয়াই এফ আই-এর উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনকে সামনে রেখে আয়োজিত এই শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল চোখে পড়ার মতো উৎসাহ-উদ্দীপনা।
ডি ওয়াই এফ আই-এর ৪র্থ ডুকলী বিভাগীয় কমিটির সম্মেলন উপলক্ষে বড়দোয়ালী সিপিআইএম অফিসের হলঘরে আয়োজিত এই রক্তদান কর্মসূচিতে বহু যুবক-যুবতী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।
শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ও প্রাক্তন বিধায়ক রতন দাস, প্রাক্তন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য, শ্রমিক নেতা সৃজন দেব, প্রাক্তন যুব নেতা বিকাশ দেবনাথ, স্বপন পোদ্দার, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র পারিষদের প্রাক্তন সদস্য অভিজিৎ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরিন্দম বিশ্বাস ও বুল্টি বিশ্বাস, ডুকলী বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক শুভংকর মজুমদার, রাজ্য কমিটির সদস্য আবুল হুসেন ও খোকন ঘোষ এবং বিভাগীয় কমিটির নেতৃত্ব সুখেন্দু চক্রবর্তী, শুভঙ্কর চৌধুরী, অভিজিৎ মজুমদার, আশীষ চক্রবর্তী, ইদরিস মিয়া প্রমুখ।
উদ্যোক্তাদের মতে, সামাজিক দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবেই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিবিরটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংগঠনের পক্ষ থেকে সকল রক্তদাতাকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

শিলাছড়ির ওসিকে সাময়িক

● প্রথম পাতার পর
জমাতিয়া সেই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করেননি বলে অভিযোগ। আজ ত্রিপুরা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এস্টাবলিশমেন্ট শাখা থেকে জারি করা এক আদেশে জানানো হয়েছে, লক্ষবীর জামাতিয়ার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ সংক্রান্ত বিভাগীয় তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতেই সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসেস (সিসিএ) রুলস, ১৯৬৫-এর ১০ নম্বর বিধির অধীনে তাঁকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
আদেশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, সাসপেনশনের সময় তাঁর হেডকোয়ার্টার থাকবে গোমতী জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে। এই সময়ে তিনি পূর্বানুমতি ছাড়া হেডকোয়ার্টার ছেড়ে যেতে পারবেন না। এছাড়াও, সাসপেনশন চলাকালীন নিয়ম অনুযায়ী তিনি সাবসিস্টেন্স অ্যালাউন্স পাবেন বলেও জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় আধা সামরিক

● প্রথম পাতার পর
দায়িত্বের প্রকৃতির জন্য অপরিহার্য। সেকশন, প্লাটুন, কোম্পানি ও ব্যাটালিয়নভিত্তিক সংগঠন কাঠামোর কারণে সাধারণ অসামরিক সংস্থার থেকে এদের আলাদা আইনি কাঠামো প্রয়োজন।
এছাড়াও, ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস অফিসারদের কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীতে ডেপুটেশনের বর্তমান ব্যবস্থা বজায় রাখার কথাও এই বিলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রের মতে, এর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা সহজ হয়, বিশেষত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমন অভিযানে।
বর্তমানে প্রতিটি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী পৃথক আইনের আওতায় পরিচালিত হয় এবং সেই অনুযায়ী নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন এই বিলের মাধ্যমে সেই বিধানগুলিকে একত্রিত করে আইনি জটিলতা কমানো, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাহিনীগুলির কার্যকরী স্বাধীনতা বজায় রাখার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
সরকারের দাবি, এই আইন কার্যকর হলে বিচারিক নির্দেশ ও প্রশাসনিক প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় আরও সুদৃঢ় হবে এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কও আরও মজবুত হবে।
সংসদে বিলটি উপস্থাপিত হলে পরিষেবা কাঠামো, ডেপুটেশন নীতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রশাসনিক সংস্কারের ভারসাম্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তৃত আলোচনা শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এডিসি নির্বাচনে

● প্রথম পাতার পর
তারা স্পষ্টভাবে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছিল। আরএসএস-বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের বিরুদ্ধে জনমতকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফর্মুলা অনুসরণ করেই ধর্মনগর উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সমর্থনও চাওয়া হয়েছিল।
তাঁর অভিযোগ, এই প্রেক্ষাপটে সিপিআইএম হঠাৎ করেই ধর্মনগর উপনির্বাচন এবং এডিসির সমস্ত আসনে একতরফাভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে। এতে বিরোধী ঐক্যের প্রশ্নে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার পরিবর্তে দলের অভ্যন্তরীণ ইচ্ছা ও প্রাধান্যকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
এছাড়া, কংগ্রেসের এক নেতার বক্তব্যের পর সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদকের মন্তব্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। কংগ্রেস একটি আসনেও জামানত রক্ষা করে দেখাক"এই ধরনের মন্তব্যের উদ্দেশ্য কী এবং তা কাদের সুবিধা করে দিচ্ছে, সে প্রশ্নও তোলা হয়েছে।
অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী ঘোষণার পরই মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য"জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা"নিয়েও কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস। দলটির দাবি, অতীতের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৩ সালে বিজেপির ভোট শতাংশ ছিল মাত্র ১.৯৬ শতাংশ। পরবর্তী সময়ে সরকার বিরোধী ভোটের ফলেই ২০১৮ সালে তাদের জয় সম্ভব হয়। ২০২৩ সালের নির্বাচনেও একাধিক অভিযোগছাপ্পা ভোট, বিরোধী ভোটারদের বাধা প্রদানউঠেছিল বলে দাবি কংগ্রেসের।
বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যে দুর্নীতি, প্রশাসনিক অনিয়ম, এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ বেড়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। তাদের মতে, এই প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রীর আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য ভবিষ্যৎ নির্বাচনে অনিয়মের আশঙ্কা বাড়াচ্ছে।
ধর্মনগর উপনির্বাচন এবং এডিসি নির্বাচনদুই ক্ষেত্রেই অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। পাশাপাশি, ভোটারদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয়েছে ভয়মুক্ত পরিবেশে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য।
তাঁর মতে, এডিসি নির্বাচনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসী এলাকার উন্নয়ন, অধিকার এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এই নির্বাচনের ভূমিকা অপরিসীম। দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অনুন্নয়ন ও বঞ্চনার বিষয়টি তুলে ধরে দলটি দাবি করেছে, এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি।

এডিসি নির্বাচনে বিজেপি

● প্রথম পাতার পর
সাথে জোটের প্রশ্নে সওয়াল করেছিলেন। প্রদ্যোত অবশ্য গত কিছুদিন ধরেই কার্যত জোটধর্ম অস্বীকার করে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগছিলেন। তাঁর নিশানার পাল্টা জবাবও বিজেপি দিয়েছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে কটাক্ষ করেছেন।
ফলে, এডিসি নির্বাচনে আদৌ বিজেপি ও তিপরা মথার মধ্যে জোট হবে, তা অনিশ্চিতের মেঘেই ঢাকা পরে রয়েছে। সূত্রের দাবি, গত নির্বাচনের ধারায় এডিসি-তে এবার তিপরা মথা-কে সহজ যাত্রায় ছাড়তে চাইছে না বিজেপি। সমানভাবে আসন ভাগাভাগির মধ্য দিয়ে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ শরিক দলের নেতা এডিসির মুখিয়া হবেন এমনটাই পদ্ম শিবির মনস্থ করেছে। তাতেই, তীব্র আপত্তি প্রদ্যোতের, এমনটাই দাবি সূত্রের।

ক্রীড়াঙ্গন

ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি শুরু কৃতী খেলোয়াড়দের অর্থরাশি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। প্রচন্ড উৎসাহ উদ্দীপনার পাশাপাশি ব্যাপক সমারোহে রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে আজ। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত স্টেট লেভেল স্পোর্টস ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম ২০২৫-২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হয়েছে বাধারঘাটের ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের প্রাঙ্গণে বিকাল ৪টায়। উদ্বোধন করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মীনা রানী সরকার ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সেক্রেটারি পাইমং মগ, কর্পোরেটর অপু আঢ্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল. ডার্লং। উল্লেখ্য, সারা রাজ্য থেকে প্রায় ৪০০ জন খেলোয়াড় (ছেলে ও মেয়ে) এই বাছাই শিবিরে অংশ নিতে এসেছে। অংশগ্রহণকারী ছেলে-মেয়েরা আজ দুপুরে রিপোর্ট করেছে। আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। কোনও টেস্ট নেওয়া হয় নি। আগামীকাল থেকে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি শুরু হবে। দু’’দিন বিভিন্ন টেস্টের মাধ্যমে খুঁজে খেলোয়ারদের বাছাই করে নেয়া হবে। বাধারঘাট ও পানিসাগরস্থিত দুটি স্পোর্টস স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করানো হবে। একই অনুষ্ঠানে গত অর্থবছরে রাজ্যের হয়ে বিভিন্ন জাতীয় ও খেলো ইন্ডিয়া স্তরে অংশগ্রহণকারী সাফল্য অর্জনকারী খেলোয়াড়দের প্রাইজমানি প্রদান করা হয়েছে। জিমন্যাস্ট শ্রীপর্ণা দেবনাথ, শ্রেয়সী রায়, পার্থীব দাস, যোগাসনে আকাশ ভৌমিক, চয়নস্মৃত দেব, জুডো থেকে সায়মি চাকমা, ইন্দ্রানী দাস, উমা বেগম, থাংতা থেকে সুমন মালাকার, পিঙ্কু দেববর্মা। প্রতিভাবান খেলোয়ার হিসেবে ট্রেসি ডার্লং, আরাধ্যা দাস, ইমন দেববর্মা, কুন্তী ওড়াং ও রিক্সন দেববর্মাকেও অর্থ রাশিতে উৎসাহিত করা হয়েছে।ঢএদিকে, শিবিরে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়ের মোটর এবিলিটি টেস্ট নেওয়া হবে। এর পাশাপাশি অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল ও জুডো এই তিনটি ইভেন্টে আলাদা করে স্কিল টেস্ট নেওয়া হবে। মূলতঃ ৮-৯ বছর বয়সের গ্রুপে এই তিনটি ইভেন্টে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করা হবে। এছাড়াও জিমনাস্টিক্সে ৬-৭বছর বয়সী কিছু ছেলে ও মেয়েকেও বাছাই করা হবে। শিবিরে যারা নির্ধারিত বিভিন্ন টেস্টগুলোতে উত্তীর্ণ হবে, তাদের বাধারঘাট ও পানিসাগরের স্পোর্টসঢস্কুলে ভর্তি করানো হবে। তবে নতুন শিক্ষাবর্ষে ঠিকঢকতজনকে ভর্তি নেওয়া হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচিতে বাছাইকৃতদের প্যানেল তৈরি করে দুটি স্পোর্টস স্কুলের ক্ষমতা অনুযায়ী খেলোয়াড় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করানো হবে।

PNIET No.: 25/EE/WRD-VI/e-tender/2025-26 Dt.19.03.2026
The Executive Engineer, W.R Division No-VI,Kailashahar, Tripura (U). invites e-tender from eligible bidders upto 3-00 PM on 30.03.2026 for 1(one) No(s). Emergency Anti erosion works under W.R Division No-VI, Kailashahar during the year 2026-27. For details visit www.tripura.nic.in or e-mail to eepwdwr6@gmail.com for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

for and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-4947/26

Designation: Executive Engineer
Water Resource Division No-VI,
Kailashahar Tripura(U).

সন্তোষ স্মৃতি এ ডিভিশন ক্রিকেটের ৩টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পরবর্তী তিনটি ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে আগামীকাল (সোমবার) সকাল সাড়ে আটটায় কসমোপলিটন ক্লাব বং পোলস্টার ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে চলমান সংঘ ও এবং বিসিসি পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে মৌচাক ও ওল্ড প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত খেলায় চলমান সংঘ, কসমোপলিটন ক্লাব, মৌচাক ক্লাব, ওল্ড প্লে সেন্টার পোলস্টার ক্লাব এবং ইউনাইটেড বিসটি তিনটি করে ম্যাচ জিতে নিজেদের অবস্থান এগিয়ে রেখেছে।

এফিডেভিট

আমি শ্রী সৌরভ চৌধুরী, পিতা শ্রী মহেন্দ্র চৌধুরী, নিবাসী-বেরিমুড়া, বামুটিয়া লেফুঙ্গা থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, ধর্ম-হিন্দু, পেশায়-ওএনজিসিতে কর্মরত, বয়স -৩৫ এবং ভারতীয় নাগরিক। আমার নাবালক সন্তানের পূর্বে নাম ছিল **Supratik Choudhury**। আমি নোটারি এফিডেভিট নম্বর - IN-TR 40367691382455Y তারিখ **07-03-2026** মূলে আমার সন্তানের নাম **Vedansh Choudhury** পরিবর্তন করেছি। তার জন্ম শংসাপত্র নম্বর- **B-2022: 16- 90066-002058** তারিখ **01-06-2022** তে নাম ও পদবী **Vedansh Choudhury** রয়েছে। **Supratik Choudhury** এবং **Vedansh Choudhury** একই ব্যক্তি এবং আমার নাবালক সন্তান।

স্বাঃ-
সৌরভ চৌধুরী

প্রোটিয়াদের জেতাল দুই স্পিনারের বোলিং

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা। রবিবার ওয়েলিংটনে চতুর্থ ম্যাচে ১৯ রানে জিতল তারা। কেশব মহারাজ এবং প্রেনেলান সুব্রায়েনের বোলিং জিতিয়েছে প্রোটিয়াদের। বুধবার সিরিজের পঞ্চম ম্যাচ।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। শুরুতেই ফিরে যান ওপেনার উইয়ান মুল্ডার (০)। দ্বিতীয় উইকেটে টনি ডি জর্জি এবং কোনর এস্তারহুইজেন মিলে ৮১ রানের জুটি গড়েন। সাতটি চার এবং তিনটি ছয়ের সাহায্যে ৩৬ বলে ৫৭ করে ফেরেন কোনর। তার পরেই আউট হন টনিও (২৩)। এর পর রুবিন হারমান (অপরাজিত ২৮) দলকে টানেন। তবে নিউ জিল্যান্ডের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে আগ্রাসী খেলতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৬৪/৫ তোলে তারা।

নিউ জিল্যান্ডও প্রথমে হারায় কাটেন ক্লার্ককে (৯)। তবে টিম রবিনসন (৩২), ডেন ক্লিভার (২৬) এবং নিক কেলির (১৯) সৌজন্যে তাদের রান তাড়া করার গতি ভালই ছিল। এর পরেই ধাক্কা দেন সুব্রায়েন। জীবনের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে নেমে তিনি আউট করেন ক্লিভার এবং বেভান জেকবসকে। মহারাজ আউট করেন কেলি এবং কোল ম্যাকঞ্চিকে (১০)। শেষের দিকের ব্যাটারদের পর পর আউট করেন জেরাল্ড কোয়েৎজি (৩/৩১)। ১৪৫ রানে শেষ হয়ে নিউ জিল্যান্ডের ইনিংস।

কামালঘাট ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের যাত্রা শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ: কামালঘাট ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে আজ। রবিবার বিকাল ৩টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য রঞ্জি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মণিশঙ্কর মুড়াসিং, সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটার অন্নপূর্ণা দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত জেলা সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস এবং টিসিএর সচিব সুব্রত দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছেন ক্লাবের সভাপতি দেবেশ ভদ্র। এই কোচিং সেন্টারটির নামকরণ করা হয়েছে প্রয়াত ঠাকর চান্দ দাসের নামে। উল্লেখ্য এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ বিকেলে কামালঘাট ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঘিরে প্রচুর খেলোয়াড় ও ক্রিয়া-প্রেমীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

‘রহস্য অভিনবত্ব কিছুই নেই’, আইপিএলের আগে নারিন-বরুণকে তোপ কিংবদন্তি স্পিনারের

আইপিএলে বোলিং যে সবচেয়ে বড় চিন্তা কেকেআরের, সেটা আর কারও অজানা নয়। তবে সেটা মূলত পেস বিভাগ। স্পিন বিভাগ নিয়ে চিন্তার বিশেষ কারণ থাকার কথা নয় নাইটদের। দলে সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তীর মতো রহস্য স্পিনাররা রয়েছেন। যদিও প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ওই দুই স্পিনারকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

বস্তুত, চোটআঘাত জনিত সমস্যা যদি এই আইপিএলে কোনও দলকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়ে থাকে তাহলে সেটা কেকেআর। মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। হর্ষিত রানা ও আকাশ দীপ চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। মাথিশা পাথিরানা কবে ছাড়পত্র পাবেন অজানা। সব মিলিয়ে আইপিএল শুরুর এক সপ্তাহ আগে বোলিং নিয়ে প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যে কলকাতা নাইট রাইডার্স। যা নিয়ে সতর্কবার্তা শোনা গেল প্রাক্তন তারকা স্পিনারের মুখে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলে দিয়েছেন, কেকেআর বোলিংয়ে আর সেই রহস্য ও অভিনবত্ব নেই যা প্রতিপক্ষকে সাবধানে পদক্ষেপ করতে বাধ্য করবে।

পেসারদের অনভিজ্ঞতার জেরে কেকেআর আঁকড়ে ধরতে চাইবে, টিমের দুই শক্তিশালী স্পিনার সুনীল নারিন এবং বরুণ চক্রবর্তীকে। যদিও অশ্বিন বলে দিচ্ছেন, ‘‘আমার মনে হয় না, প্রতিপক্ষ আর কেকেআর বোলিং নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে। সেই রহস্য, নতুনত্ব এবং ভয়, যা আগে তফাত গড়ে দিত তা এবার নেই। আগে কেকেআর ম্যাচ হলে ব্যাটাররা অ্যানালিস্টের সঙ্গে পড়ে থাকত, বোলারের হাতের উপর ফোকাস করত। নয়তো ঝুঁকিহীন শট খেলত। এবার তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।’’

নিজের ভবিষ্যদ্বাণীর নেপথ্যে কেকেআরের দুই তারকা স্পিনারের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সকে চিহ্নিত করেছেন অশ্বিন। তাঁর বিশ্লেষণ, ‘‘বরুণ কেরিয়ারে সেই পর্যায়ে রয়েছে, যেখানে ওকে কিছু জবাব খুঁজতে হবে। আর সেটা সব ক্রিকেটারের সঙ্গেই হয়। কিন্তু আপাতত ওর বোলিংয়ে তেমন অচেনা কিছু নেই। নারিনও বোলিং অ্যাকশনের কারণে অনেক সীমাবদ্ধ হয়েছে। ও আর হঠাৎ করে বলের গতি বাড়াতে পারে না।’’

ধাক্কা পাক ক্রিকেটে! পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের প্রভাব পাকিস্তান লিগে, মাঠে খেলা দেখতে পারবেন না দর্শকেরা, মাত্র দুই শহরে হবে প্রতিযোগিতা

আইপিএলে কোনও প্রভাব না পড়লেও পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের প্রভাব পাকিস্তান সুপার লিগে পড়েছে। সে দেশের বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে, এ বারের প্রতিযোগিতা ছয় শহরের বদলে দুই শহরে হবে। তা ছাড়া দর্শকশূন্য মাঠে হবে খেলা। ২৬ মার্চ থেকে শুরু হবে এ বারের আইপিএল। ফাইনাল ৩ মে। লাহৌর ও করাচিতে হবে পাকিস্তান সুপার লিগের সব ম্যাচ। লাহৌরে যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, তা-ও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি জানিয়েছেন, তাঁদের আশা, ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার শেষ দিকে মাঠে দর্শকদের ঢোকার অনুমতি দেওয়া হতে পারে।

নকভি জানিয়েছেন, সুরক্ষার কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা সংস্থার সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সূচি মেনেই পাকিস্তান সুপার লিগ হবে। কিন্তু ৩০ হাজার দর্শকের জীবন বিপন্ন করতে পারি না। তাই যত দিন এই সমস্যা চলছে, তত দিন দর্শকশূন্য মাঠে খেলা হবে। এই সিদ্ধান্ত কঠিন ছিল। বাধ্য হয়ে আমাদের নিতে হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও হবে না।’’দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা হওয়ায় পাকিস্তান সুপার লিগের দলগুলির যে ক্ষতি হবে, তা পূরণ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নকভি। যাঁরা ইতিমধ্যেই টিকিট কেটেছেন, তাঁদের টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি। নকভি জানিয়েছেন, যেহেতু দর্শকশূন্য মাঠে খেলা হবে, তাই ছয় শহরে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নেই। সেই কারণেই দুই শহরে প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছে।

অনূর্ধ-২৩ জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে কর্ণাটককে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন মহারাষ্ট্র, সেরা ভাবিকা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঝাড়খণ্ডের জেএসসিএ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে আয়োজিত উইমেন’স অনূর্ধ-২৩ ওয়ান ডে ট্রফির হাই-ভোল্টেজ ফাইনালে কর্ণাটককে ৭৫ রানে পরাজিত করে শিরোপা জিতে নিল মহারাষ্ট্র। ব্যাট এবং বল হাতে অনবদ্য পারফরম্যান্স করে ম্যাচের সেরা এবং সিরিজের সেরাউভয় পুরস্কারই পকেটে পুরলেন মহারাষ্ট্রের ভাবিকা আহিরে। পাহাড় প্রমাণ রান মহারাষ্ট্রের রবিবার সকালে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় কর্ণাটক। তবে তাদের সেই সিদ্ধান্ত কার্যত বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৮৬ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে মহারাষ্ট্র। দলের পক্ষে ওপেনার ঈশ্বরী সাভকর ৬২ বলে ৬১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। তবে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন ভাবিকা আহিরে। মাত্র ১০০ বলে ১০৯ রানের এক দুর্দান্ত শতরান করে দলকে বড় স্কোরে পৌঁছে দেন তিনি।ঢকর্ণাটকের বোলারদের মধ্যে বন্দিতা রাও ১০ ওভারে ৬১ রান দিয়ে ৩টি এবং তেজস্বিনী ৫৭ রান দিয়ে ২টি উইকেট দখল করেন।ঢকর্ণাটকের লড়াই ও ব্যাটিং বিপর্যয় ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট।ঢ২৮৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরুটা মন্দ করেনি কর্ণাটক। রচিতা হাতওয়ার (৬৭ বলে ৬৩ রান) এবং নিকি প্রসাদ (৬১ বলে ৫৮ রান) দলের আশা জাগিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায় তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে কর্ণাটকের ব্যাটিং লাইন-আপ। শেষ পর্যন্ত ৪২.৩ ওভারে মাত্র ২১১ রানেই অল-আউট হয়ে যায় তারা। মহারাষ্ট্রের হয়ে বল হাতে আগুন ঝরান অক্ষয় যাদব। তিনি ৯ ওভারে মাত্র ৩৯ রান দিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন কে এন মোল্লা (২২ রানে ২ উইকেট)। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে এবং বিশেষ করে ফাইনালের মঞ্চে রাজকীয় পারফরম্যান্সের জন্য ভাবিকা আহিরেকে ”প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ” এবং ”প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ” হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই জয়ের ফলে ঘরোয়া ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রের মহিলা শক্তির জয়জয়কার আরও একবার প্রমাণিত হলো।

আইপিএল শুরুর আগে বিপাকে মুজারাবানি! কেকেআরের পেসারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি পাক বোর্ড প্রধান নকভির

আইপিএলের ‘দাদাগিরি’ মেনে নেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। পাকিস্তান সুপার লিগ ছেড়ে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দিয়েছেন ব্লেসিং মুজারাবানি। তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নকভি। পদক্ষেপ করা হবে দাসুন শনকা-সহ আরও কয়েক জন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে।

আইপিএলের নিলামে দল না পাওয়ায় পাকিস্তান সুপার লিগে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে সই করেছিলেন জিম্বাবোয়ের পেসার মুজারাবানি। আইপিএলের নিলামে বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে কিনেছিল কেকেআর। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। তার পরেই মুজারাবানিকে প্রস্তাব দেয় শাহরুখ খানের দল। সেই প্রস্তাব লুফে নেন পেসার। তিনি পাকিস্তান সুপার লিগ ছেড়ে চলে আসেন আইপিএল খেলতে।

একই কাজ করেছেন দাসুন শনকা। আইপিএলের আগে চোট পেয়েছেন রাজস্থানের অলরাউন্ডার স্যাম কারেন। পাওয়া যাবে না তাঁকে। কারেনের পরিবর্ত হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক শনকাকে সই করিয়েছে রাজস্থান। আইপিএলের নিলামে দল পাননি শনকা। ফলে পাকিস্তান সুপার লিগের দল লাহৌর কলন্দর্সে সই করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে শনকা চলে আসছেন আইপিএল খেলতে।

এই প্রসঙ্গে নকভি বলেন, “নিয়ম অনুযায়ী আমরা এই ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করব। গত বার করবিন বশও একই জিনিস করেছিল। ওকে এক বছরের জন্য পিএসএল থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। এ বারও পদক্ষেপ করা হবে।” পাশাপাশি নকভি এ-ও বলেছেন, আইপিএলের সঙ্গে তাঁদের কোনও প্রতিযোগিতা নেই। পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, ‘‘আইপিএল ও পিএসএল দুটো আলাদা লিগ। সেখানে আলাদা ক্রিকেটার খেলে। তাই একই সঙ্গে লিগ হলে কোনও সমস্যা নেই। আমরা প্রতিযোগিতায় যেতে চাই না। তবে আমাদের লিগের সম্মান যাতে নষ্ট না হয়, সেটা দেখব।’’

মুজারাবানি ও শনকা ছাড়া আরও চার ক্রিকেটারকে পিএসএল থেকে নির্বাসিত করা হতে পারে। তাঁরা হলেন গুড়াকেশ মোতি, জেক-ফ্রেজার ম্যাকগার্ক, ওটনেল বার্টম্যান ও স্পেনসার জনসন। পাকিস্তান সুপার লিগের দলে যোগ দেওয়ার পর ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে নাম তুলে নিয়েছেন তাঁরা। ফলে তাঁদেরও শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নকভি।

কামালঘাট ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের যাত্রা শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ: কামালঘাট ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে আজ। রবিবার বিকাল ৩টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য রঞ্জি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মণিশঙ্কর মুড়াসিং, সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটার অন্নপূর্ণা দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত জেলা সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস এবং টিসিএর সচিব সুব্রত দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছেন ক্লাবের সভাপতি দেবেশ ভদ্র। এই কোচিং সেন্টারটির নামকরণ করা হয়েছে প্রয়াত ঠাকর চান্দ দাসের নামে। উল্লেখ্য এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ বিকেলে কামালঘাট ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঘিরে প্রচুর খেলোয়াড় ও ক্রিয়া-প্রেমীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

আইপিএলের হাতছানি! আরও এক ক্রিকেটার পাকিস্তানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সই করে দিলেন ভারতের ক্রিকেট লিগে

পথ দেখিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই পথে এ বার হাঁটল রাজস্থান রয়্যালস। পাকিস্তান সুপার লিগে সই করা পেসার ব্লেসিং মুজারাবানিকে সই করিয়েছে কেকেআর। এ বার দাসুন শনকাকে সই করাল রাজস্থান। তিনিও নাম লিখিয়েছিলেন পাকিস্তান সুপার লিগে। আইপিএলের হাতছানিতে পাকিস্তান সুপার লিগকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন একের পর এক ক্রিকেটার।

আইপিএলের আগে চোট পেয়েছেন রাজস্থানের অলরাউন্ডার স্যাম কারেন। পাওয়া যাবে না তাঁকে। কারেনের পরিবর্ত হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক শনকাকে সই করিয়েছে রাজস্থান। আইপিএলের নিলামে দল পাননি শনকা। ফলে পাকিস্তান সুপার লিগের দল লাহৌর কলন্দর্সে সই করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে শনকা চলে আসছেন আইপিএল খেলতে।

আইপিএলের নিলামে বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে কিনেছিল কেকেআর। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে মুস্তাফিজুরকে বাদ দিতে বাধ্য হয় কেকেআর। তার প্রতিবাদে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করে বাংলাদেশ। মুস্তাফিজুরের পরিবর্ত হিসাবে মুজারাবানিকে নেয় কেকেআর। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভাল খেলেছিলেন মুজারাবানি। জিম্বাবোয়ে সুপার এইট থেকে বিদায় নিলেও তিনি ১৩টি উইকেট নিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে ৮৯টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১০৬টি উইকেট রয়েছে তাঁর। এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন লিগে খেলে বেড়ান তিনি। ফলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও রয়েছে। সেই কারণে জিম্বাবোয়ের পেসারকে নিয়েছে কেকেআর। নতুন দল পেয়ে পাকিস্তানের লিগ ছেড়ে চলে এসেছেন মুজারাবানি।

তবে এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে ছিলেন মুজারাবানি। অবশ্য আইপিএল খেলার জন্য পাকিস্তান সুপার লিগের চুক্তি ভাঙার ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। গত মরসুমে একই ভাবে পেশোয়ার জালমির চুক্তি ভেঙে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে সই করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার করবিন বশ। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আটকাতে আইনি পদক্ষেপ করার কথা ভাবছেন পিসিবি কর্তারা। পিএসএল কর্তৃপক্ষ মুজারাবানির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আগামী কয়েক বছর মুজারাবানি পিএসএল খেলতে পারবেন না। একই ঘটনা ঘটতে পারে শনকার সঙ্গেও। তাতে যে ক্রিকেটারদের খুব একটা হেলদোল নেই, তা পর পর একই ঘটনা থেকে প্রমাণিত।

অস্কারের ভাবনায় ডবল স্ট্রাইকার, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নামার আগে মহামেডানের চিন্তা চোট-আঘাত

মোহনবাগান শুক্রবার মুম্বই সিটি এফসির কাছে হারের পরই ইস্টবেঙ্গল পরের ম্যাচের জন্য বাড়তি উদ্যমী হয়ে উঠেছে। কারণ, এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল এক ম্যাচ কম খেলে পাঁচ পয়েন্ট পিছনে রয়েছে মোহনবাগানের। পরের ম্যাচে বিদেশিহীন মহামেডানকে হারিয়ে দিতে পারলেই সেই ব্যবধান গিয়ে দাঁড়াবে মাত্র দুই পয়েন্টের। এই পরিসংখ্যানটাই উজ্জীবিত করে তুলেছে অস্কার ব্রিগেডকে।

এমন পরিস্থিতিতে মহামেডান ম্যাচ পাখির চোখ করছেন অস্কার ব্রুজো। এদিনও অনুশীলন শুরু আগে ফুটবলারদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করলেন অস্কার। দুই দিন আগেই ইমামি কর্তা বিভাস আগরওয়াল এসেও দলকে উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছেন। এখনও যে লিগ পুরোপুরিভাবেই ওপেন সেটা মানছেন সব বিশেষজ্ঞই। এদিন দলকে দীর্ঘক্ষণ সেটপিস অনুশীলন করালেন অস্কার। বিদেশিহীন মহামেডানের বিরুদ্ধে হয়তো প্রথম একাদশে ডবল স্ট্রাইকারে যেতে পারেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। সে ক্ষেত্রে ইউসেফের সঙ্গী হিসাবে ডেভিডের থাকার সম্ভাবনা প্রবল। এদিকে, মহামেডানের এই ম্যাচে হারানোর কিছু নেই। ধারে-ভারে ইস্টবেঙ্গলের থেকে অনেক কম বাজেটের দল হলেও মহামেডান কোচ মেহরাজউদ্দিনের অস্ত্র তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে লড়াই করে যাওয়া। আপাতত সোমবারের ম্যাচে তাঁর চিন্তা বাড়িয়েছে দলের দুই নির্ভরযোগ্য ফুটবলারের চোট। হীরা মণ্ডল ও ইসরাফিল দেওয়ানের চোট রয়েছে। তাঁদের সোমবার পাওয়া যাবে কি না তা জানা যাবে রবিবারের অনুশীলনের পর। মহামেডান কোচ আশাবাদী এই দুই ফুটবলারকে পাওয়ার বিষয়ে। এই মুহূর্তে মহামেডান রয়েছে লিগ টেবিলের একেবারে শেষ স্থানে। চার ম্যাচে তাঁরা চারটেতেই হেরে গিয়েছে। এর মধ্যে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রথমে গোল করেও শেষ পর্যন্ত পাঁচ গোল খেয়েছিল ইসরাফিলরা। এই ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন সাদা-কালো ব্রিগেডের তরুণ ফুটবলাররা। এই ম্যাচে কোনওমতে আনোয়ার আলিদের আটকে দিতে পারলে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিতে নিতে পারবে তারা।

‘বয়কট’ নাটক অতীত, ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে মরিয়া বাংলাদেশ, বাতিল করছে অন্য দেশের সঙ্গে সিরিজ

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ বাতিল বাংলাদেশের। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল লিটন দাসদের। সেপ্টেম্বরেই ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের কথা রয়েছে। সেটাকে মাথায় রেখে আয়ারল্যান্ড সিরিজ বাতিলের অর্থ হতে পারে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ‘ভালো’ করার কথা ভাবছে বাংলাদেশ সরকার। ক্রিকেটও সেখানে একটা হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। আগের সরকারের আমলে যেভাবে ভারতকে ‘বয়কটের’ নীতি নিয়েছিল, সেখান থেকে সরে আসছে তারেক রহমান সরকার। সূচি অনুযায়ী, আয়ারল্যান্ড সফরে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু আয়ারল্যান্ড চলতি বছরের যে সূচি ঘোষণা করেছে, তাতে বাংলাদেশের বিপক্ষে কোনো সিরিজ রাখা হয়নি। মনে করা হচ্ছে, যাতায়াতের সমস্যার জন্য এই সিরিজ বাতিল করা হয়েছে।যার পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা বলছেন, “গত বছরের ভারত সিরিজটি এবছরের সেপ্টেম্বরে হওয়ার কথা রয়েছে। তাই আমরা আয়ারল্যান্ডকে জিজ্ঞাসা করি যে তারা অন্য কোনও সময়ে খেলতে পারবে কি না। তারা জানায় সেটা সম্ভব নয়। তাই সিরিজ স্থগিত করা হয়েছে। তারা কিছু অন্যান্য সমস্যার মুখেও পড়েছিল। আমরা চেষ্টা করব আগামী বছরে সিরিজটি আয়োজন করার।’’আসলে ২০২৫-র জুলাই মাসে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু সেই সফরে আর যায়নি টিম ইন্ডিয়া। বাংলাদেশের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন শাসকদের তীব্র ভারত-বিরোধিতা যার নেপথ্যে একটা বড়সড় ভূমিকা রেখেছিল বলে মনে করা হয়।

আর্থিক বিরোধকে ঘিরে রক্তাক্ত মঙ্গলখালি, হতাহত দুই, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ মার্চ: পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দঘন দিনেই রক্তাক্ত হয়ে উঠল উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার মঙ্গলখালি এলাকা। পূর্ব শত্রুতা ও আর্থিক বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘটিত এক নৃশংস হামলায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি, গুরুতর জখম অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন তাঁর ভাই। ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুই ভাইজুনেদ আহমেদ (৩৭) ও খালেদ আহমেদ (৩৩)গতকাল দুপুরে নিজেদের জমিতে গবাদি পশু চরাচ্ছিলেন। সেই সময় একদল দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র, কুড়োল ও লাঠিসোটা নিয়ে তাঁদের উপর আকস্মিক হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এলোপাথাড়ি আঘাতে গুরুতর জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন দুই ভাই।

পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে হামলাকারীরা দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের প্রথমে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের আগরতলায় রেফার করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচরে নিয়ে যাওয়ার পথে মাঝপথেই মৃত্যু হয় খালেদ আহমেদের। অপরদিকে, জুনেদ আহমেদ বর্তমানে শিলচরের একটি হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

পরিবারের অভিযোগ, প্রায় এক বছর আগে খালেদ আহমেদের হার্ডওয়্যার দোকান থেকে প্রতিবেশী এক ব্যক্তি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার নির্মাণ সামগ্রী নেন, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেই টাকা পরিশোধ করেননি। পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করেই এই হামলার সূত্রপাত বলে দাবি পরিবারের। এই ঘটনায় সাব উদ্দিন, জুবেল উদ্দিন, একরাম উদ্দিন, মইন উদ্দিন ও হায়দর আলি-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তরা সকলেই একই এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

এদিকে, পরিবারের অভিযোগঘটনার খবর দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে বিলম্ব করে, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। শনিবার রাতেই ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃতের পরিবার।

ঘটনার পর থেকেই মঙ্গলখালি এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে শুধুমাত্র আর্থিক বিরোধ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

১২ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ কুখ্যাত অভিযুক্ত গ্রেফতার

আগরতলা, ২২ মার্চ: নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে বড়োসড় সাফল্য পেয়েছে বোধজংনগর থানা পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১২ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। সাথে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওসি প্রশান্ত কুমার দে। ওসি প্রশান্ত কুমার দে জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে নোয়াবাদী এলাকার এক বাড়িতে বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী মজুত আছে। সেই মোতাবেক বিশাল পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়েছিল। বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১২ লক্ষাধিক টাকা ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এ বিষয়ে বোধজংনগর থানার ওসি প্রশান্ত কুমার দে জানান, ধৃতকে রবিবার আদালতে তোলা হবে এবং ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ সেবা সংঘের উদ্যোগে বস্ত্রদান

আগরতলা ২৩ মার্চ।। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ, মাতা সারদা ও স্বামীজীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আজ রবিবার ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ সেবা সংঘের উদ্যোগে দরিদ্র নর নারায়ণের মধ্যে এক বস্ত্র বিতরণ ও ধর্মসভা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। কর্মসূচী উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিবেকনগরস্থিত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ এর মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী বুদ্ধিরুপানন্দজী ও ধলেশ্বর রামকষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী সর্বপূজিতানন্দজী। এদিন সেবা সংঘের পক্ষ থেকে মোট ১৬০ জন দরিদ্র নর নারায়ণের মধ্যে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী বুদ্ধিরুপানন্দজী বলেন, শ্রী রামকৃষ্ণ শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি ভাব আন্দোলনের পথিকৃৎ। স্বামী সর্বপূজিতানন্দজী বলেন, ঠাকুরকে যেভাবে আমরা ফল ফুল দিয়ে পূজা করি, তেমনি মানুষের মাধ্যমেও আমরা ঠাকুরের পূজা করি। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সেবা সংঘের সম্পাদক অঞ্জন বৈদ্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভাপতি সমীর রায় বর্মন। উল্লেখ্য, প্রতি বছর রামকৃষ্ণ সেবা সংঘের উদ্যোগে এই বস্ত্রদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

এডিসি নির্বাচন
কাঞ্চনপুরে প্রস্তুতি সভা

আগরতলা, ২২ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার রেভিনিউ ডাকবাংলোতে জেলা নির্বাচন দপ্তরের উদ্যোগে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক চাঁদনী চন্দ্রন।

উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা এল, ডার্লং, কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার আশীষ বিশ্বাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ সংশ্লিষ্ট দুই জেলা পরিষদ কেন্দ্র-১-দামছড়া-জম্পুই (এস.টি.) এবং ৩-দশদা-কাঞ্চনপুর কেন্দ্রের সহকারী রিটার্নিং অফিসার, সেক্টর অফিসার ও পুলিশ সেক্টর অফিসারগণ। উল্লেখ্য, কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত উক্ত দুইটি জেলা পরিষদ কেন্দ্রে মোট ১০৩টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ১-দামছড়া-জম্পুই কেন্দ্রে ৬১টি এবং ৩-দশদা-কাঞ্চনপুর কেন্দ্রে ৪২টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া এই দুই কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯, ৫৬৬ জন এবং ৩৬,৩৬৭ জন।

প্রস্তুতি সভায় নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জেলাশাসক আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নিশ্চিতকরণ, ই.ভি.এম. ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা জোরদার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। সভায় জানানো হয়, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে মৌলিক সুবিধা যেমন, পানীয়জল, শৌচালয়, বিদ্যুৎ, র্যাম্প ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং নির্বাচনের পূর্বেই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং নিয়মিত এলাকা পরিদর্শন ও নজরদারি চালানো হচ্ছে। এদিন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে একটি সর্বদলীয় সভাও অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে জানান যে, মনোনয়নপত্র দাখিল এবং নির্বাচনী প্রচারে মাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। সভায় নির্বাচন অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সাধারণ নির্বাচন ও উপনির্বাচন ২০২৬
সকল ভোটকেন্দ্রে নিশ্চিত ন্যূনতম সুবিধা ও ভোটার সহায়তা প্রদান

আগরতলা, ২২ মার্চ: ভারতের নির্বাচন কমিশন (ই.সি.আই.) ১৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে আসাম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা সাধারণ নির্বাচনের এবং ৬টি রাজ্যে উপনির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে।

ই.সি.আই. রাজ্য। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (সি.ই.ও.) নির্দেশ দিয়েছে যে, মোট ২,১৮,৮০৭টি ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে ভোটের দিন নিশ্চিত ন্যূনতম সুবিধা (এ.এম.এফ.) এবং ভোটার সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

এ.এম.এফ.-এর মধ্যে রয়েছে- পানীয়জল, ছায়াযুক্ত অপেক্ষমান স্থান, পানীয়জল ১সহ শৌচালয়, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধী (ঞ্চঢঙ্গ) ভোটারদের জন্য উপযুক্ত ঢালযুক্ত র্যাম্প, মানসম্মত ভোটদান কক্ষ এবং যথাযথ নির্দেশচিহ্ন। এছাড়া, ভোটাররা লাইনে অপেক্ষা করার সময় বসতে পারেন এমনভাবে নির্দিষ্ট ব্যবধানে বেঞ্চ স্থাপনের জন্যও সি.ই.ও.দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভোটার সচেতনতা জোরদার করতে, চারটি অভিন্ন ও মানসম্মত ভোটার সহায়তা পোস্টার (ভি.এফ.পি.) সকল ভোটকেন্দ্রে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হবে, যাতে থাকবে ভোটকেন্দ্রের বিবরণ, প্রার্থীদের তালিকা, করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ, অনুমোদিত পরিচয়পত্রের তালিকা এবং ভোটদান প্রক্রিয়া।

প্রতিটি ভোটকেন্দ্র প্রাঙ্গণে ভোটার সহায়তা বুথ (ভি.এ.বি.) স্থাপন করা হবে, যেখানে বুথ লেভেল অফিসার (বি.এল.ও.)। অন্যান্য কর্মকর্তাদের একটি দল ভোটারদের তাদের ভোটকেন্দ্র নম্বর ও সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটার তালিকায় সিরিয়াল নম্বর খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। ভি.এ.বি.-তে সুস্পষ্ট নির্দেশচিহ্ন থাকবে এবং যাতে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের সময় সহজেই তা দেখতে পাবেন।

ভোটারদের সুবিধার্থে ই.সি.আই.-এর নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে একটি হিসেবে, ভোটকেন্দ্রের প্রবেশদ্বারের বাইরে মোবাইল ফোন জমা রাখার ব্যবস্থা থাকবে। ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের আগে তাদের (বন্ধ অবস্থায় থাকা) মোবাইল ফোন নির্ধারিত স্বেচ্ছাসেবকের কাছে জমা দিতে পারবেন এবং ভোট প্রদান শেষে তা ফেরত নিতে পারবেন।

কমিশন পুনরায় জানিয়েছে যে, এ.এম.এফ. এবং সংশ্লিষ্ট প্রবেশগম্যতা ব্যবস্থার প্রদান বাধ্যতামূলক এবং সকল ভোটকেন্দ্রে কঠোরভাবে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নজরদারি করা হবে। সকল ক্ষেত্রস্তরের কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভোটের তারিখের পূর্বেই প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে, যাতে সকল ভোটারের জন্য একটি নির্বিঘ্ন ও আনন্দদায়ক ভোটদান অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা যায়। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

খোয়াইয়ে ই-রিক্সা মজদুর সংঘের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

খোয়াই, ২২ মার্চ : রবিবার বেলা ১১টায় খোয়াই মহাদেব টিলাস্থিত অটল-মনোহর কমিউনিটি হলে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত খোয়াই ই-রিক্সা মজদুর সংঘের একদিবসীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৫ নং খোয়াই মণ্ডলের সভাপতি অনুকূল দাস। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএমএস খোয়াই জেলার সম্পাদক রাজেশ ঘোষ। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি খোয়াই জেলার সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দাস, সম্পাদক মাধব চক্রবর্তী, খোয়াই পুর পরিষদের পৌরপিতা দেবাশীষ নাথ শর্মা, ২৫ নং খোয়াই মণ্ডলের সহ-সভাপতি প্রণব বিশ্বাস, সম্পাদক রঞ্জন দাস, অনিমেষ নাগ, পারিষদ শঙ্কু পাল এবং বিএমএস ত্রিপুরা প্রদেশের কার্যকরী সদস্য ভ্রমর দাস প্রমুখ।

সম্মেলনের পৌরহিত্য করেন খোয়াই ই-রিক্সা মজদুর সংঘের সভাপতি সমীর দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই টিআরকেএস নেতৃত্ব অশোক দাস, অমিত দাস, সৌর প্রতিম শর্মা, সমাজসেবক সুরজিৎ বরুয়া ও সুশান্ত দেবনাথসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সম্মেলনের শুরুতে অতিথিদের গামছা ও ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর দত্তপন্থ বাপুরাও ঠ্যাংড়ে, ভারতমাতা ও দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি সমীর দাস। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন খোয়াই কালচারাল সেলের শিল্পীরা। শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রস্তুতি কমিটির কনভেনার নান্টু কুঁড়ি। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন ভ্রমর দাস, অনিমেষ নাগ, রঞ্জন দাস, প্রণব বিশ্বাস, মাধব চক্রবর্তী, সমীর কুমার দাস এবং অনুকূল দাস। গোটা সম্মেলনটি পরিচালনা করেন খোয়াই টিআরকেএস-এর সাংস্কৃতিক সম্পাদক সৌর প্রতিম শর্মা।

এদিন আয়োজকদের পক্ষ থেকে খোয়াই ই-রিক্সা মজদুর সংঘের ১৬ জন কার্যকর্তাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে বিএমএস খোয়াই জেলার সম্পাদক রাজেশ ঘোষ ২৫ সদস্যের নবগঠিত কমিটি ঘোষণা করেন। নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে সমীর দাস এবং সম্পাদক হিসেবে বিজিত দাস নির্বাচিত হন। সম্মেলনের শেষে সভাপতি সমীর দাস সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে ৫০০-র অধিক ই-রিক্সা মজদুর উপস্থিত ছিলেন। দর্শক-শ্রোতাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণে সম্মেলনটি সর্বতোভাবে সফল হয়েছে।

চা ও ঝুমুর উৎসব ২০২৬ অনুষ্ঠিত বামুটিয়ায়, সম্মানিত চা শ্রমিকরা

আগরতলা, ২২ মার্চ : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এবং বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে বামুটিয়া বিধানসভার গণেশ চৌধুরী পাড়া স্কুল প্রাঙ্গনে আয়োজিত হলো 'চা ও ঝুমুর উৎসব ২০২৬'। উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

এডিসি নির্বাচন : কৈলাসনগরে তিপ্রা মথার জোরদার জনসংযোগ ও বাজার সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ মার্চঃ ত্রিপুরায় আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে তিপ্রা মথা দল। দক্ষিণ ত্রিপুরার ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কৈলাসনগর এডিসি ভিলেজ এলাকায় দলের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগের পাশাপাশি বাজার সভার আয়োজন করা হয়।

জানা গেছে, ২৭ পূর্ব মুহুরীপুর ভুরাতলী কেন্দ্রে তিপ্রা মথার প্রার্থীকে জয়ী করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দলীয় নেতৃত্বদের দাবি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলছে এবং ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

নেতৃত্বদের মতে, আসন্ন এডিসি ভিলেজ নির্বাচনে তিপ্রা মথা দলের প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলেই তারা আশাবাদী। অন্যদিকে, দলের সিনিয়র লিডার পবিত্র ত্রিপুরার উদ্যোগে প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। এদিনও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, প্রার্থীকে জয়ী করার লক্ষ্যে এলাকার সিনিয়র নেতা পবিত্র ত্রিপুরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি দেবজিত ত্রিপুরা, ওয়াই টিএফ সদস্য সঞ্জয় ত্রিপুরা, কৈলাসনগর বিসি চেয়ারম্যান মিলন ত্রিপুরা, ভাইস চেয়ারম্যান তমাল ত্রিপুরা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে মাঠে নেমে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে।

গৃহকর্তার মৃত্যুর পর দিশাহীন পরিবার, চরম আর্থিক সংকট

আগরতলা, ২২ মার্চ: গৃহকর্তার আকস্মিক মৃত্যুর পর চরম আর্থিক সংকটে দিন কাটছে কাঞ্চনমালার ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিশ্বাস পরিবারের। এক বছর আগে দুরারোগ্য রোগে মারা যান পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য পরেশ বিশ্বাস। তার মৃত্যুর পর থেকেই দিশাহীন হয়ে পড়েছে গোটা পরিবারটি। পরিবারে রয়েছেন পরেশ বিশ্বাসের বৃদ্ধা মা, স্ত্রী মনিকা বিশ্বাস এবং দুই কন্যা সন্তান। উপার্জনের একমাত্র ভরসা হারিয়ে বর্তমানে পরিবারটি রীতিমতো অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এরই মধ্যে নতুন করে বিপদ ডেকে এনেছে মনিকা বিশ্বাসের শারীরিক অসুস্থতা। অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি কখনও-সখনও অন্যের বাড়িতে কাজ করতে যাচ্ছেন, তবে সেই সামান্য আয়ে কোনোরকমে দুমুঠো খাবারের জোগানই সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে, বৃদ্ধা মা বার্ধক্যজনিত কারণে কর্মক্ষম নন। ফলে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে অসুস্থ মনিকার কাঁধে। আর্থিক অনটনের কারণে দুই মেয়ের পড়াশোনাও প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও সমাজের সহৃদয় মানুষের সাহায্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অসহায় এই পরিবারটি। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সরকারি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নেওয়া হলে পরিবারের অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে উঠতে পারে।

অরিত্রিকের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয়ী বিশালগড় পিসি

চড়িলাম, ২২ মার্চ : বিশালগড় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনূর্ধ-১৫ বালক বিভাগের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। টুর্নামেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রবিবার মুখোমুখি হয় বিশালগড় প্লে সেন্টার এবং সিপাহীজলা প্লে সেন্টার। বিশালগড়ের মুরাবাড়ী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই ম্যাচ।

সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় সিপাহীজলা পিসি। নির্ধারিত ৫০ ওভারের খেলায় তারা ৪৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৫ রান করেন হৃত দাস। অন্যদিকে বিশালগড় পিসির হয়ে অরিত্রিক ঘোষ ও দীপঙ্কর দাস তিনটি করে উইকেট দখল করেন।

১৬০ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে বিশালগড় পিসি ৪১ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্য স্পর্শ করে। দলের পক্ষে দেবজিত দেবনাথ ৩১, দীপ শীল ৩১ এবং অরিত্রিক ঘোষ ৩০ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন।

শুরুর দিকে দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় বিশালগড় পিসি। তবে পরে অরিত্রিক ঘোষের পরিণত ব্যাটিংয়ে দল ঘুরে দাঁড়ায় এবং জয়ের পথে এগিয়ে যায়।

উদয়পুরে জেলা ভিত্তিক বিশ্ব জল দিবস-২০২৬ উদযাপন, জলের সংরক্ষণে সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ মার্চ : গোমতি জেলা ভিত্তিক "বিশ্ব জল দিবস-২০২৬" উপলক্ষে উদয়পুরের রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, সহ-সভাধিপতি সুজন কুমার সেন, উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি, টেপানিয়া, কাকড়াবন ও অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ যথাক্রমে শিল্পী দাস, ঝর্ণা রাণী দাস, সুপ্রিয়া সাহা ও সুচিত্রা দাস। এছাড়াও ডি ডব্লিউ এস উদয়পুর সার্কেলের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সুরঞ্জন দাস, উদয়পুর ও অমরপুরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্বপন চন্দ্র মজুমদার ও পরিমল দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় অতিথিবৃন্দ মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন এবং গাছের গোড়ায় জল প্রদান করে কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন। গোমতি জেলায় প্রথমবারের মতো এই উদ্যোগে বিশ্ব জল দিবস উদযাপিত হওয়ায় এলাকায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে জলের অপরিসীম গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা বলেন, পৃথিবীর অস্তিত্ব, মানব সভ্যতার বিকাশ এবং সমস্ত জীবজগতের বেঁচে থাকার জন্য জল অপরিহার্য। জল ছাড়া জীবন অর্থহীন এই বার্তাই উঠে আসে বক্তৃতার মূল সুরে। অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ জলের সংকট, ভূগর্ভস্থ জলস্তরের ক্রমহ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তারা সতর্ক করে বলেন, জলের অপচয় ভবিষ্যতের জন্য বড় বিপদের কারণ হতে পারে। ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের পক্ষ থেকে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে, অপ্রয়োজনীয় জল অপচয় বন্ধ করা, ব্যবহারের পর ট্যাপ বন্ধ রাখা, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা, নদী-নালা ও পুকুর দূষণমুক্ত রাখা, বেশি করে গাছ লাগানো এবং ভূগর্ভস্থ জল পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হওয়া। সতর্কবার্তায় বলা হয়, আমরা যদি এখনই জল সংরক্ষণ না করি, তাহলে ভবিষ্যতে জলের জন্য সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। তাই "জল বাঁচান, জীবন বাঁচান" এই স্লোগানকে সামনে রেখে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শান্তিরবাজার জনজাতি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে হোজাগিরি নৃত্য পরিবেশন করা হয়। পরে উদয়পুর সাংস্কৃতিক মঞ্চের শিল্পীদের কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এডিসি নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা রাষ্ট্রীয় লোক দলের, প্রকাশিত ইশতেহার

আগরতলা, ২২ মার্চ: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় লোক দল (আরএলডি) ত্রিপুরা রাজ্য শাখার উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলন থেকেই দল আনুষ্ঠানিকভাবে এডিসি নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা করে।

দলের রাজ্য সভাপতি মনিন্দ্র রিয়াং আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনে লড়ার কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে রাজ্য বিজনেস সেল সভাপতি ও মেনিফেস্টো কমিটির চেয়ারম্যান প্রণব রায় দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেন। ইশতেহারে জনকল্যাণ, সার্বিক উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার ইনচার্জ আশুতোষ মিশ্রা। তিনি দলের নির্বাচনী কৌশল, প্রস্তুতি এবং সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। এদিন দল আসন্ন এডিসি নির্বাচনের জন্য কয়েকজন প্রার্থীর নামও ঘোষণা করে। ২৩ নম্বর আসনে এনজ্ঞোলিনা কাইপেং, ২৫ নম্বর আসনে সুবীর কুমার জমাতিয়া এবং ২৬ নম্বর আসনে পূর্বজয় রিয়াংকে প্রার্থী করা হয়েছে। দলীয় নেতৃত্ব আশা প্রকাশ করে জানায়, জনগণের ব্যাপক সমর্থন পেলে তারা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, উন্নয়নমুখী এবং প্রগতিশীল প্রশাসন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। প্রকাশিত ইশতেহারে একাধিক জনমুখী প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, আদিবাসী কৃষকদের জন্য উন্নত মানের বীজ, সারের সহজলভ্যতা এবং সেচের জন্য সৌর পাম্প সরবরাহ।সাপ্তাহিক বাজারে কৃষকদের জন্য স্বল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাবার, যেমন ১০ টাকায় ডিম-ভাত প্রদান। গ্রামের যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন। গ্রামীণ এলাকায় খেলাধুলার প্রসারের জন্য মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ।

মুঙ্গিয়াকামীতে নির্বাচনী প্রচারে বাধার অভিযোগ, উত্তেজনা চরমে

খোয়াই, ২২ মার্চ : মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৪১ মাইল এলাকায় বাম প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আসন্ন এ.ডি.সি নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরার পাহাড়ি অঞ্চলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

অভিযোগ, বামপন্থী প্রার্থী ও তার সমর্থকেরা প্রচারে বের হলে বিজেপি কর্মীরা তাদের বাধা দেয় এবং প্রচার কর্মসূচি ভণ্ডুল করার চেষ্টা করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বচসা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, বাম কর্মীরাই উসকানি দিয়ে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় নির্বাচনকে ঘিরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও আতঙ্ক ও উদ্বেগ লক্ষ্য করা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের প্রাক্কালে এ ধরনের ঘটনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য উদ্বেগজনক।

এডিসি নির্বাচনে বিজেপির প্রস্তুতি জোরদার, ৮ সদস্যের টিম গঠন

আগরতলা, ২২ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে মাঠে নামল প্রদেশ বিজেপি। নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য দলীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ৮ সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas